স্বপ্নবাসবদত্তা

ভাস

বিরচিত

শ্রীবামাপদ বসু

অ নূ দি ত

: প্রকাশক :
শ্রীবিজয়পদ বসু
৪৪ বিদ্যাসাগর স্ট্রীট
কলিকাতা ৯

✪

: মুদ্রক :
শ্রীতৃপ্তিকুমার মিত্র
ভিনাস্ প্রিন্টিং ওআর্কস্
৫২।৭ বহুবাজার স্ট্রীট
কলিকাতা ১২

✪

: মূল্য :
দুটাকা চার আনা মাত্র

উৎসর্গ

'তারে যাহা কিছু দেওয়া হয় নাই,
তারে যাহা কিছু সঁপিবারে চাই,
তোমারি পূজার থালায় ধরিনু
আজি সে প্রেমের হার।'

১ অগ্রহায়ণ ১৩৫৩

নিবেদন

জীবন-নাটকের একটা বিশেষ অঙ্কে এসে ভাসের তিনখানি নাটক, স্বপ্নবাসবদত্তা প্রতিমা আর মধ্যমব্যায়োগ-এর অনুবাদ আরম্ভ করেছিলেম। সম্পূর্ণও হয়েছিল। এ কাজে আমার সাহিত্যিক যোগ্যতার কোনো বিচার করিনি। কারণ, সময় কাটানোটাই হয়েছিল মুখ্য উদ্দেশ্য।

স্বর্গত প্রিয়ম্বদা দেবী স্বপ্নবাসবদত্তার একটি অনুবাদ করেছিলেন। সে অনুবাদ ১৩২১ সালের জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় সংখ্যা মানসী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। মুখবন্ধে শ্রদ্ধেয়া কবি লেখেন,—'রম্যাণি' একা ভোগ করিলে পরিতৃপ্তি হয় না, তাই সকলের সহিত সে আনন্দ ভাগ করিয়া লইবার জন্যই নাটকখানি ভাষান্তরিত করিয়াছি। তাঁর সে অনুবাদ আজ অনেকেরই অজ্ঞাত। আমি তাঁর মতোই আন্তরিক আগ্রহে গত বৎসর মধ্যম-ব্যায়োগ প্রকাশিত করেছি। এখন এই স্বপ্ন-সুন্দর নাটকটির অনুবাদ সুধী পাঠক-পাঠিকার হাতে সমর্পণ করলেম।

অনুবাদে কাব্যের ভাষা সৌকুমার্যের অবনতি ঘটে, রস-মাধুর্য নানা কারণে ক্ষুণ্ণ হয়। বাংলার সঙ্গে সংস্কৃতের নিকটতম সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও নূতন পরিচ্ছদে তার অনুপমেয় রূপ-গৌরব ম্লান হয়েছে ব'লে মনে হয়। তা ছাড়া মূলের কোনো কোনো জায়গার অর্থ অস্পষ্ট বলেও টীকাকারেরা মন্তব্য করেছেন। সে কথা আমাকে মেনে নিতে হয়েছে। আমার নিবেদন, এ অনুবাদে ত্রুটি-বিচ্যুতি যা-কিছু দেখা যাবে সে সকলই আমার অব্যুৎপত্তি আর অশক্তির জন্য। এই দিয়ে মহাকবির কাব্যের বিচার করলে বিচারকের ভুল হবে।

ভাসের নাটক, অন্যান্য নাটকের মতো গদ্য ও পদ্যের সংমিশ্রণে লেখা। ভাষা অনাড়ম্বর, সংযত, উপমার আতিশয্য নেই। পাত্র-পাত্রীদের মুখে অতি সাধারণ বক্তব্যও অনেক জায়গায় কবিতায় বলা হয়েছে।

গদ্য অপেক্ষা ছন্দোবন্ধে আবেগ প্রকাশ হৃদয়গ্রাহী হবে এই ধারণা প্রবল ছিল, তাই নাটকের মধ্যে কবিতার বাহুল্য দেখা যায়। আমি সকল পদ্যের অনুবাদ ছন্দে করিনি। কোনো কোনো জায়গায় কবিতা রেখেছি। গদ্য অনুবাদগুলি পদ্যের মতোই একটু বেশি ডাইনে সরিয়ে ছাপা হয়েছে। বেদ-বিদ্যার্থী ব্রহ্মচারীর মুখে বেশি সংস্কৃত-ঘেঁষা ভাষা ইচ্ছা করেই দেওয়া।

দৃশ্যকাব্য অভিনয়ের জন্যই। তার রসের পূর্ণ অনুভূতি হয় তাকে রঙ্গভূমিতে রূপায়িত দেখে। তবে এদেশে আর অন্যদেশে আজ পর্যন্ত যত নাটক লেখা হয়েছে তার সবগুলিতেই-যে অভিনয়ের উপযোগী সদ্‌গুণ আছে এমন নয়। ভাসের লেখা সব কখানি নাটকেই অভিনয়ের অসাধারণ যোগ্যতা বর্তমান। এ কথা এমন-সব লোকে বলেছেন যাঁদের সে কথার মূল্য আছে। একটি আনন্দের সংবাদ জানাচ্ছি। এই স্বপ্নবাসবদত্তা-খানি কয়েক বছর আগে আমার শ্রদ্ধাস্পদ আত্মীয় শ্রীকিরণচন্দ্র দত্তের বাড়িতে অভিনীত হয়েছিল। সবগুলি ভূমিকা নিয়েছিলেন দত্ত মহাশয়ের নাতি আর নাতিনীরা। তাঁদের আন্তরিক সাধনায় ভাসের মানসলোকের অধিবাসীরা পুঁথির পাতার বাইরে এসে অলৌকিক মায়ারাজ্য রচনা করেছিল। আমি আরও আনন্দ অনুভব করেছিলেম এই জন্যে যে মহা-কবির শ্রেষ্ঠ নাটকটির বাংলা ভাষায় অভিনয় হয় সেই সর্ব প্রথম।

এই বই লেখায় যাঁদের গ্রন্থের আর টীকা-টীপ্পনি-অনুবাদের সাহায্য নিয়েছি তাঁদের নামের উল্লেখ করতে গেলে তালিকা দীর্ঘ হয়ে যাবে। তাঁদের কাছে আমার ঋণ স্বীকার করছি। অনুবাদ-কার্যে যাঁদের সাহায্য পেয়েছি তাঁদের মধ্যে পণ্ডিত শ্রীরামধন শাস্ত্রী মহাশয়ের কাছে আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ রইলেম। ছাপার কাজে যত্ন নিয়েছেন কল্যাণীয় শ্রীমান তৃপ্তিকুমার মিত্র। এঁর আনন্দময় দীর্ঘজীবন কামনা করি।

১ অগ্রহায়ণ ১৩৫৩ শ্রীবামাপদ বসু

অবতরণিকা

বাসবদত্তা-উদয়ন কথা

কাশ্মীরের মহারাজা শ্রীহর্ষদেবের রাজত্ব সময়ে লেখা কথাসরিৎসাগর গ্রন্থে বাসবদত্তা আর উদয়নের বৃত্তান্ত আছে।

বহুগুণে গুণবান মহারাজা উদয়ন বৎসদেশে রাজত্ব করতেন। এক সময়ে বাসুকীনাগের ভাই বসুনেমিকে ব্যাধের হাত হতে রক্ষা করায় বসুনেমি তাঁকে একটি বীণা উপহার দেন। বীণার নাম ঘোষবতী। এই বীণা বাজানোতে উদয়নের অসামান্য দক্ষতা জন্মেছিল—তাঁর বীণার ঝংকার শুনে বন্যপ্রাণীও মুগ্ধ হয়ে নির্বিবাদে ধরা দিত। এমন অভিনব উপায়ে পশু-মৃগয়ার একটা আনন্দ আছে। উত্তেজনা নেই কিন্তু উন্মাদনা আছে। তাই তিনি সমস্ত রাজকার্যের ভার মন্ত্রীদের হাতে দিয়ে অধিকাংশ সময় বীণা বাজিয়ে বনে বনে ঘুরে বেড়াতেন। এটা তাঁর ব্যসনে দাঁড়িয়েছিল।

সেই সময়ে উজ্জয়িনী বা অবন্তি নামে আর একটি সমৃদ্ধ রাজ্য ছিল। তার রাজা প্রদ্যোতমহাসেন খ্যাতিতে পরাক্রমে উদয়নের চেয়েও বড়ো ছিলেন। তাঁর গোপালক আর পালক নামে দুটি পুত্র হয়েছিল। পুত্র-লাভের আনন্দে মহাসেন ইন্দ্রকে বিশেষভাবে পূজা করায় দেবতা সন্তুষ্ট হয়ে স্বপ্নে তাঁকে বর দেন যে রূপেগুণে অতুলনীয়া তাঁর একটি কন্যা সন্তান হবে। ইন্দ্রের অপর এক নাম বাসব। বাসবের বরে পাওয়া ব'লে কন্যার নাম হলো বাসবদত্তা।

বাসবদত্তা যখন বিবাহযোগ্যা হলেন তখন রাজদম্পতি চিন্তিত হয়ে উঠলেন তাঁদের এই রত্নস্বরূপিণী কন্যাকে কার হাতে সমর্পণ করবেন। পাত্র-মিত্র সকলে একবাক্যে পরামর্শ দিলেন, বৎসরাজ উদয়ন সর্বপ্রকারে এঁর যোগ্য বর—তাঁর সঙ্গেই বিবাহ দিতে।

রাজনীতিক কারণে দুজন পরাক্রান্ত রাজার একজন হয় অন্যজনের শত্রু। প্রকাশ্য কোনো বৈরিতা না-থাকলেও উদয়ন ছিলেন মহাসেনের শত্রুস্থানীয়। কন্যাসম্প্রদান করতে হলে সম্প্রদাতাকে পাত্রের কাছে নতি স্বীকার করতে হয়। মহাসেন শত্রু উদয়নের নিকটে নতি স্বীকার করতে পারেন না অথচ তাঁর অভিপ্রায় উদয়নকেই জামাতা করেন। তিনি ছল ক'রে দূতের মুখে ব'লে পাঠালেন,—আপনার বীণা বাজাবার অপূর্ব নৈপুণ্য দেশবিখ্যাত। আপনি আমার রাজধানীতে এসে আমার কন্যা বাসবদত্তাকে বীণা শিক্ষা দিন।

একজন মানী রাজার কাছে এমন একটা প্রস্তাব পাঠানো তাঁর সম্মান-হানিকর। এর প্রত্যুত্তরে যুদ্ধ করতে হয়। কিন্তু মহাসেন উদয়ন অপেক্ষা সৈন্যবলে অধিক বলীয়ান। তাঁর সঙ্গে যুদ্ধে জয়ের চেয়ে পরাজয়েরই আশঙ্কা যথেষ্ট। এই বিবেচনায় উদয়ন, বীণাচার্য হবার নিমন্ত্রণের উত্তরে দূতের মুখে সংবাদ পাঠালেন—মাননীয়া রাজকন্যাকে আমার নিকটে পাঠিয়ে দিন, আমি তাঁকে সযত্নে বীণা শিক্ষা দেবো।

মহাসেন বুঝলেন এ-রকম সহজ কৌশলে উদয়নকে ভুলিয়ে আনতে পারবেন না। তাই তিনি এক বাকা পথ ধরলেন। তিনি একটা কাঠের শূন্যগর্ভ হাতী তৈরি করালেন। এই হাতীর ভিতরে সশস্ত্র সৈন্য পূর্ণ ক'রে যে-বনে উদয়ন বীণা বাজিয়ে বেড়াতেন সেই বনে রেখে দিলেন। চর এসে মিথ্যা সংবাদ দিলে—একটি সুলক্ষণযুক্ত হাতী এসে বনের আড়ালে লুকিয়ে আছে। আপনি তাকে ধ'রে আনুন। সামান্য আকারের পশু-পক্ষী আর পর্বতপ্রমাণ মত্তহস্তী উভয় প্রকার পশু-মৃগয়ায় উদয়নের কৃতিত্ব সমান। তিনি এ-সুযোগ ছাড়তে চাইলেন না। দেহরক্ষীদের নিষেধ না শুনে বীণা বাজিয়ে বাজিয়ে একা এগিয়ে গেলেন সেই হাতীর দিকে। নিকটে আসামাত্র হাতীর ভিতর থেকে সৈন্য বেরিয়ে এসে তাঁকে বন্দী ক'রে উজ্জয়িনীতে নিয়ে গেল। সেখানে মহাসেন ভাবী জামাতাকে খুব আদরে ও যত্নে রাখলেন, আর বাসবদত্তার বীণা শিক্ষায় নিযুক্ত ক'রে দিলেন।

॥ চার ॥

অবাধ মেলামেশায় ক্রমশ দুজনের মধ্যে প্রণয় সঞ্চার হলো। মহাসেনের মনের গূঢ় অভিপ্রায়ও ছিল তাই—ভালোবাসা প্রগাঢ় হলে বাসবদত্তার সঙ্গে উদয়নের বিবাহ দিয়ে বৎসরাজ্যে উদয়নকে ফিরে পাঠিয়ে দেবেন। কিন্তু উদয়নের মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ তাঁর প্রভুকে এ রকম হীন কৌশলে বন্দী ক'রে নিয়ে যাওয়াতে নিজেদের খুবই অপমানিত বোধ করলেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন রাজাকে বুদ্ধিবলে মুক্ত ক'রে আনবেন, আর সেই সঙ্গে তাঁকে পরামর্শ দেবেন তিনি যেন রাজনন্দিনী বাসবদত্তাকেও হরণ ক'রে আনেন।

এই ব্যাপার কার্যে পরিণত করবার জন্যে যা-যা আয়োজন আবশ্যক সে সমস্ত ক'রে দিয়ে তিনি একদিন উজ্জয়িনীতে গিয়ে উপস্থিত হলেন। সেখানে এসে এক সময়ে উন্মাদ সেজে উদয়নের সঙ্গে দেখা করলেন আর তাঁকে বন্দীদশা থেকে মুক্ত ক'রে আনবার জন্যে যা ব্যবস্থা করেছেন তা জানিয়ে দিলেন। তিনি আরো বুঝিয়ে দিলেন যে, মহাসেন যদি তাঁকে শাস্ত্র-বিধান মতো কন্যাদান ক'রে কৌশাম্বীতে ফিরে পাঠিয়ে দেন তাতে তিনি রাজ-জামাতার সম্মান পাবেন বটে, কিন্তু তাঁর বীরত্ব-গৌরব বৃদ্ধি হবে না। রাজকন্যাকে হরণ ক'রে নিয়ে গেলে তাঁর অবমাননার সমুচিত প্রতিশোধ দেওয়া হবে।

উদয়ন সম্মত হলেন। আর বাসবদত্তাকে জিজ্ঞাসা করলেন পলায়নে তিনি তাঁর সঙ্গিনী হবেন কি-না। প্রেমমুগ্ধা বাসবদত্তা সানন্দে রাজী হলেন। তারপর একদিন মহাসেনের অনুচরদের অজ্ঞাতে বাসবদত্তাকে নিয়ে উদয়ন হস্তীপৃষ্ঠে তাঁর রাজধানী কৌশাম্বীতে ফিরে এলেন। সেখানে এসে বাসবদত্তাকে বিবাহ ক'রে দুই রাজার মধ্যে যে সাময়িক মনোমালিন্য হয়েছিল তার সুমধুর অবসান ঘটালেন।

পৈশাচী ভাষায় গুণাঢ্য একখানি বড়ো বই লেখেন। তার নাম বৃহৎকথা। তাকে সংক্ষিপ্ত ক'রে সংস্কৃত ভাষায় কথাসরিৎসাগর লেখেন কবি সোমদেব ভট্ট। হয়তো বৃহৎকথা লেখার অনেক পূর্ব

হতেই বাসবদত্তা-উদয়ন-কাহিনী লোকের মুখে মুখে চলে আসছিল। সম্ভবত সেই লোকপ্রবাদের উপর নির্ভর ক'রে ভাস তাঁর দুখানি নাটক লিখেছেন। একখানি এই স্বপ্নবাসবদত্তা, অন্যখানি প্রতিজ্ঞা-যৌগন্ধরায়ণ। প্রতিজ্ঞা-যৌগন্ধরায়ণ উদয়নের বন্দী হওয়া আর বাসবদত্তা-হরণ নিয়ে লেখা। কথাসরিৎসাগরে বর্ণিত ঘটনার সঙ্গে তার কিছু মিল আছে বটে কিন্তু পরবর্তী ঘটনার সঙ্গে স্বপ্নবাসবদত্তার বিশেষ কোনো মিল নেই। স্বপ্নবাসবদত্তা কবিমানসের অপূর্ব সৃষ্টি।

কবি-কথা

কালিদাস বাণভট্ট জয়দেব প্রভৃতির গ্রন্থে কবি ভাসের সসম্মান উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছিল। কিন্তু তাঁর নিজের লেখা কোনো বইয়ের সন্ধান অনেকদিন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। পুরানো পুঁথির খোঁজে বেরিয়ে ত্রিবাঙ্কুরের পণ্ডিত গণপতি শাস্ত্রী ১৯০৯ খ্রীস্টাব্দে একটি মঠে দৈবক্রমে একখানি তালপাতার পুঁথি আবিষ্কার করেন। পুঁথিতে মলয়ালম্ অক্ষরে কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় এগারটি চমৎকার নাটক লেখা ছিল। তারপর তিনি অন্য জায়গা থেকে আরও দুখানি নাটক পেয়েছিলেন। এদের কোনটিতেই রচয়িতার নাম ছিল না। শাস্ত্রী মহাশয় প্রমাণ করেন, এগুলি সবই সেই বহুদিনের হারানো-কবি ভাসের রচনা। স্বপ্নবাসবদত্তা তাদেরই অন্যতম। বাকি বারো খানির নাম—বালচরিত, দূতঘটোৎকচ, দূতবাক্য, কর্ণভার, পঞ্চরাত্র, মধ্যমব্যায়োগ, ঊরুভঙ্গ, প্রতিমা, অভিষেক, প্রতিজ্ঞা-যৌগন্ধরায়ণ, অবিমারক আর চারুদত্ত। শেষের খানি সম্পূর্ণ পাওয়া যায়নি।

সমালোচকদের মতে ভাষার সরলতায়, সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টিতে, নাটকীয় সদ্‌গুণে এগুলি অপূর্ব। স্বপ্নবাসবদত্তা তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা। আর শ্রেষ্ঠ সংস্কৃত নাটকগুলির মধ্যে এখানি স্থায়ী আসন পেয়েছে।

ভাসের জীবনেতিহাস কিছু পাওয়া যায়নি। তবে তাঁর আবির্ভাব-কাল আজ হতে প্রায় দুহাজার বছর আগে ব'লে অনেকে অনুমান করেন।

এই সময়ের পূর্বেকার কোনো পূর্ণাঙ্গ নাটক এ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি, তাই শ্লোক রচনায় বাল্মীকি যেমন ভারতের আদি কবি এঁকেও তেমনি নাটকের আদিম আচার্যের সম্মান দেওয়া হয়।

নাট্য-কথা

ভারতীয়েরা কাব্যকে চিরদিন পরম শ্রদ্ধার চোখে দেখে এসেছে। তাদের কাছে কাব্য পঞ্চম বেদ, কাব্য-রসাস্বাদ ব্রহ্ম-রসাস্বাদের অনুরূপ। দৃশ্যকাব্যের অভিনয়-যে দুহাজার, আড়াই হাজার বছর আগেও হতো তার সাক্ষ্য দিচ্ছে ভাসের এই নাটকগুলি। তবে রঙ্গমঞ্চ বলতে আজকাল যা বোঝায় তখনকার দিনে সম্ভবত সে রকম কিছু ছিল না। অভিনয় হতো যাত্রার আসরের মতো একটা উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে। একটা নাট্যমণ্ডপ হয়ত থাকত। দৃশ্যপট থাকত না। সেই জন্যে দেখা যায় অভিনয়ের আর-আর বক্তব্যের সঙ্গে এমন-সব কথা পাত্রপাত্রীদের মুখে দেওয়া আছে যাতে প্রসঙ্গানুকূল দৃশ্যটিও দর্শকদের মনে জেগে উঠে। এই নাটক থেকেই উদাহরণ দিচ্ছি। প্রথম অঙ্কে পদ্মাবতী রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করছেন। চেটী তাঁকে পথ দেখিয়ে নিয়ে আসছে আর তার সঙ্গে বলছে—এসো রাজকুমারী-দিদি, এই দিকে এসো, এইটি আশ্রম—এর ভিতরে এসো। চতুর্থ অঙ্কে রঙ্গভূমে প্রবেশের সঙ্গে চেটী পদ্মাবতীকে জিজ্ঞাসা করছে—রাজকুমারী-দিদি, প্রমোদবনে এলে কী জন্যে? ষষ্ঠ অঙ্কের আরম্ভেই কাঞ্চুকীয় জিজ্ঞাসা করছেন—এই কাঞ্চন-তোরণদ্বারে কে প্রতিহারিণী নিযুক্ত রয়েছ? অন্য কথার সঙ্গে এই রকম দৃশ্য বর্ণনা নাটকের অনেক স্থলেই ছড়ান আছে। অভিনয়-নৈপুণ্যে দর্শকদের মনে যে ভাবের উদয় হচ্ছে ঐ সকল কথায় তারই সঙ্গে গড়ে উঠছে অজানিত ভাবে সেই স্থানের ভাব-চিত্রটিও। একই আসর একবার হচ্ছে তপস্বীদের তপঃসাধনের আশ্রম, অন্যবার পরিজন-পরিবেষ্টিত রাজপত্নীর প্রমোদকানন, আবার কখনও-বা সূর্যমুখ-প্রাসাদের কাঞ্চনময় তোরণদ্বার। এ সকল বোঝাবার জন্যে হাতে আঁকা দৃশ্যপটের কিছুমাত্র আবশ্যক ছিল না, অভাবও বোধ হতো না।

নাটকের মধ্যে মাঝে মাঝে পাত্র-পাত্রীদের পরিক্রমণের নির্দেশ দেওয়া আছে। পরিক্রমণের অর্থ পায়চারী ক'রে ঘুরে বেড়ানো। অভিনয়ের মাঝে নাট্যকারের নির্দেশ মতো অভিনেতারা রঙ্গভূমির ভিতরে দুএক চক্র ঘুরে বেড়াতেন। এ থেকে দর্শকরা বুঝতেন, যে জায়গায় অভিনেতারা ছিলেন, সে স্থান হতে তাঁরা অন্য জায়গায় চলে এলেন। অর্থাৎ এক দৃশ্য হতে দৃশ্যান্তরের অবতারণা হলো।

সম্মুখের আবরণ, আজকাল যাকে যবনিকা বলা হয়, সংস্কৃত নাটকে তা ছিল না। আঙ্গিক অভিনয়ের সঙ্গে নটনটীদের মুখে বিশেষ ধারায় বর্ণিত একটি কাহিনীই হচ্ছে নাটক। সে কাহিনীর কোথাও ছেদ নেই— অখণ্ড তার রসস্রোত। তাকে দর্শনেন্দ্রিয় আর শ্রবণেন্দ্রিয় দিয়ে উপভোগ করার জন্যে দর্শকদের রসপিপাসু মন সর্বদা উন্মুখ হয়ে থাকে। অঙ্কের শেষে একটা রূঢ় আবরণ এলে সেই রসধারা খণ্ডিত বিচ্ছিন্ন হয়ে একটা বিরক্তি আনে। সুন্দর শোভন অভিনয়ের মাঝে যবনিকা রসগ্রহণের অন্তরায়। তাই অঙ্কের শেষে আচ্ছাদন দিয়ে মাঝে মাঝে আবৃত করা হতো না। রঙ্গভূমি শূন্য ক'রে সমস্ত নটনটীরা চলে গেলে অঙ্ক শেষ হয়েছে বোঝাতো। তাদের পুনরায় প্রবেশ নিয়ে নূতন অঙ্কের সূচনা হতো; যবনিকা বলা হতো, রঙ্গভূমির পিছনের দিকে ঝোলানো একটা পর্দাকে। এর আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে অভিনেতারা অভিনয় করতেন। যবনিকা নাটকের মূল রসধারার উপযোগী রঙে রঞ্জিত থাকত।

এখনকার মতো আলোর ব্যবস্থা করা তখনকার দিনে সম্ভব ছিল না। সুতরাং প্রকাশ্য দিবালোকেই অভিনয় হতো। হয়তো সূর্য উঠার সঙ্গে সঙ্গেই আরম্ভ হতো। তাই পরিপূর্ণ দিনের আলোয় রাত্রির অন্ধকারের ধারণা করাবার জন্যে কিছু অবান্তর অভিনয়ের সাহায্য নিতে হতো। এই নাটকের পঞ্চম অঙ্কে ফুলের মালায় বিদূষকের সর্প-বিভ্রমের অবতারণা সেই উদ্দেশ্যেই,—শুধু অন্ধকার বোঝাবার জন্যেই। এখনকার রঙ্গমঞ্চে এরকম স্থূল কৌশল অনাবশ্যক। এতে নাটকের স্বচ্ছন্দ গতিকে বাধা দিয়েছে।

অভিনয় পরিচালনা করতেন প্রধান নট। ইনি নাট্যরঙ্গের সূত্রধার। রঙ্গাভিনয়ের কিছু আগে ইনি নটনটীদের নিয়ে নৃত্য-গীত-বাদ্যের সঙ্গে একটা অনুষ্ঠান করতেন। উদ্দেশ্য দেবতাদের আনন্দিত ক'রে নির্বিঘ্নে অভিনয় সমাপ্তির আশীর্বাদ লাভ করা। এর নাম নান্দী। ভাসের সময়ে নান্দী হতো রঙ্গভূমির বাহিরে, দর্শকদের দৃষ্টির অগোচরে। নান্দী শেষ করবার পরেই সূত্রধার রঙ্গভূমিতে এসে মঙ্গলশ্লোক উচ্চারণ ক'রে দর্শকদের শুভ কামনা করতেন। পরে সংলাপ-সঙ্গিনী একজন নটীর সঙ্গে বা একজন সহকারী নটের সঙ্গে কথোপকথনে কখনও বা একা অভিনেয় বিষয়ের একটা ইঙ্গিত দিয়ে দিতেন। কলাকুশলী নাট্যাচার্য এই প্রস্তাবনায় বাক্যের জাল বুনে দর্শকদের মনকে বাস্তব জগৎ থেকে কল্পনার একটা মায়ারাজ্যে ধীরে ধীরে টেনে নিয়ে যেতেন। তারপর তিনি রঙ্গভূমি হতে বেরিয়ে চলে যেতেন আর তার সঙ্গে—তাঁরই শেষ কথার সূত্র ধ'রে প্রকৃত অভিনয় আরম্ভ হতো।

স্বপ্নবাসবদত্তা নাটকের মঙ্গলশ্লোকে একটু বিশেষত্ব আছে। সূত্রধার প্রার্থনা করছেন—বলরামের বাহুদুটি দর্শকদের রক্ষা করুক। পদ্মা অবতীর্ণা হয়ে বাহু দুটিকে শ্রীসম্পদে পূর্ণ করেছে। উদয়-নব চন্দ্রের মতো তাদের বর্ণ। বসন্তকালীন শোভার মতো তাদের অঙ্গশ্রী। আর তারা হয়তো-বা আসবদত্ত-আবল্যে কিছু অবশ। এই কাব্যময় প্রার্থনার মধ্যে শ্লেষ-অলংকারে নাটকের চারজন প্রধান পাত্র-পাত্রী—পদ্মাবতী উদয়ন বসন্তক আর বাসবদত্তার নাম গাঁথা আছে। ভাসের অনেকগুলি নাটকের মঙ্গলশ্লোকের এ একটি বিশিষ্টতা।

অভিনয় শেষ হয়ে গেলে কোনো নট আবার আর একটি শ্লোক উচ্চারণ ক'রে, দেশের দেশপালের আর দর্শকদের মঙ্গল কামনা করতেন। এই শেষ শ্লোকের নাম ভরতবাক্য। ভরতবাক্য উচ্চারণেই নাটকের সমাপ্তি।

স্বপ্নবাসবদত্তা

নাটকের পাত্র ও পাত্রীগণ

সূত্রধার।— নাট্য পরিচালক

যৌগন্ধরায়ণ।—বৎসরাজের মুখ্যমন্ত্রী

কাঞ্চুকীয়।— কঞ্চুকী। অন্তঃপুররক্ষী গুণগণান্বিত বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ

সম্ভষক।— রক্ষিদ্বয়ের অন্যতর

ব্রহ্মচারী।— বেদবিদ্যার্থী ব্রাহ্মণকুমার

বিদূষক।— বসন্তক। উদয়নের নর্মসহচর ব্রাহ্মণ

রাজা।— উদয়ন। বৎসদেশের অধিপতি

রৈভ্য।— উজ্জয়িনীপতি প্রদ্যোতের কঞ্চুকী

রক্ষিদ্বয়

⊛

বাসবদত্তা — উদয়ন-মহিষী। উজ্জয়িনীর রাজা প্রদ্যোতের কন্যা-আবন্তিকা-ছদ্মনামধারিণী

পদ্মাবতী।— মগধরাজ দর্শকের ভগ্নী, পরে উদয়নের অন্যতরা রাজ্ঞী

চেটী।— পরিচারিকা

ধাত্রী [প্রথমা]—পদ্মাবতীর স্তন্যদাত্রী উপমাতা

ধাত্রী [দ্বিতীয়া]–বাসবদত্তার স্তন্যদাত্রী উপমাতা

পদ্মিনিকা
মধুকরিকা } —পদ্মাবতীর সহচরীদ্বয়

প্রতিহারিণী।— বিজয়া। রাজভবনের দ্বার-রক্ষিকা

তাপসী

⊛

স্থান ঃ পূর্বাংশ মগধ সন্নিকটস্থ তপোবন। মগধ রাজপ্রাসাদ। শেষাংশ কৌশাম্বীর রাজপ্রাসাদ।

॥ শ্রী ॥

স্বপ্নবাসবদত্তা

প্রথম অঙ্ক

[নান্দী সমাপ্ত করবার পরেই সূত্রধার প্রবেশ করলেন]

সূত্রধার ।—

উদয়নবেন্দুসবর্ণাবাসবদত্তাবলৌ বলস্য ত্বাম্ ।
পদ্মাবতীর্ণপূর্ণৌ বসন্তকম্রৌ ভুজৌ পাতাম্ ॥

পদ্মা অবতীর্ণা হয়ে যাহাদের আনিল পূর্ণতা
উদয়-নব-ইন্দু সহ যাহাদের বর্ণের সমতা
বা আসবদত্ত-আবল্যে যারা মগ্ন অনুক্ষণ
সে বসন্ত-কমনীয় বলদেব-বাহু দুটি
তোমাদের করুক রক্ষণ ।

মাননীয় সজ্জনগণ, এই কথাগুলি ব'লে আপনাদের জানাতে চাইছি—

কী ও— ?
একটা যেন হৈ-চৈ শব্দ শোনা যাচ্ছে না— ?

কিন্তু—

আমি-তো এখন এই সব জানাতে ব্যস্ত—

আচ্ছা, দেখছি।

[নেপথ্যে]

সরে যাও! সরে যাও মশাইরা—সব সরে যাও!

সূত্রধার।— হাঁ, বুঝতে পেরেছি—

মগধরাজকন্যা আসছেন।

তাঁর সঙ্গে রাজার বিশ্বস্ত ভৃত্যেরা রয়েছে।

তারা উদ্ধতভাবে তপোবনের সকলকে সরিয়ে দিচ্ছে।

[নিষ্ক্রান্ত হলেন

॥ স্থাপনা ॥

[দু-জন রক্ষী প্রবেশ করলে]

রক্ষী দু-জন।—সরে যাও! সরে যাও মশাইরা! এখান থেকে সব সরে যাও!

[তারপর পরিব্রাজকবেশে যৌগন্ধরায়ণ আর অবন্তিপুরন্ধ্রীবেশে আবন্তিকা-ছদ্মনামধারিণী বাসবদত্তা প্রবেশ করলেন]

যৌগন্ধরায়ণ।— [কান পেতে শুনে]
কী রকম! এখানেও সবাইকে সরিয়ে দিচ্ছে!

এটি মুনিদের আশ্রম। এখানে বন্যফলে-সন্তুষ্ট বল্কলধারী জ্ঞানবান মাননীয়েরা থাকেন। তাঁদের মনে কী জন্যে ভয় জন্মিয়ে দিচ্ছে?
আর—

চঞ্চল-ধনগর্বে মত্ত অবিনীত সে লোকটাই-বা কে যে উদ্ধত আজ্ঞা দিয়ে এই শান্ত তপোবনটিকে যেন গ্রামে পরিণত করছে?

বাসবদত্তা।— আর্য, কে ও—সবাইকে সরিয়ে দিচ্ছে?

যৌগন্ধরায়ণ।— মহারানী, যে নিজেকে ধর্ম থেকে সরাচ্ছে—সে!

বাসবদত্তা।— আমি তা বলতে চাইছি নে। আমিও-কি অপসারিত হব?

যৌগন্ধরায়ণ।— মাননীয়ে, অজ্ঞাত-পরিচয় দেবতারা-ও এইরূপ অনাদৃত হয়ে থাকেন।

বাসবদত্তা।— আর্য, এই অবমাননা যে ক্লেশ দিচ্ছে পথশ্রমে তা হয়নি।

যৌগন্ধরায়ণ।— মহারানী, ভোগের পর স্বেচ্ছায় রাজ-সম্পদ ত্যাগ ক'রে এসেছেন। এখন আর এই সামান্য বিষয় নিয়ে মনকে ভারাক্রান্ত করবেন না। দেখুন—

পূর্বে আপনারও ঐরূপ সম্মানের সহিত
সর্বজন-ঈপ্সিত গমন ছিল। আবার হবে—
স্বামীর বিজয়লাভের পর আবার হবে।
মানবের ভাগ্য, পরিবর্তমান এই জগতে,
কাল-প্রবাহের সঙ্গে চাকার অরপংক্তির মতো
ঘুরে ঘুরে উঠা-নামা করে।

রক্ষী দু-জন।—সরে যাও! ওগো মশাইরা সরে যাও!

[তারপর কাঞ্চুকীয় প্রবেশ করলেন]

কাঞ্চুকীয়।— ওহে সম্ভষক, ও-রকম ক'রে এঁদের সরিয়ো-না— সরিয়ো-না। দেখ—

এতে রাজার দুর্নাম হবে—থাম।
আশ্রমবাসীদের উপর
অমন কঠোর কর্কশ ব্যবহার করতে নেই।
এই সব উদারচেতা মহাশয় ব্যক্তিরা নগরে থাকার
লাঞ্ছনা অপমান এড়াবার জন্যেই বনে এসে বাস
করছেন।

রক্ষী দু-জন।—যে আজ্ঞে কত্তা।

[উভয়ে নিষ্ক্রান্ত হলো]

যৌগন্ধরায়ণ।— হাঁ, লোকটির ন্যায়-অন্যায় বিচারবোধ আছে দেখছি! চলুন, আমরা ওঁর কাছে যাই।

বাসবদত্তা।— আর্য তাই চলুন।

যৌগন্ধরায়ণ।— [নিকটে অগ্রসর হয়ে]
হাঁ মহাশয়, কী জন্যে সকলকে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে?

কাঞ্চুকীয়।— ও সন্ন্যাসী ঠাকুর—

যৌগন্ধরায়ণ।— [মনে মনে]
সন্ন্যাসী ঠাকুর!
সম্বোধন গুণ-গৌরব পূর্ণ।
কিন্তু অপরিচিত এ সম্মান
মনের আদরণীয় হচ্ছে না।

কাঞ্চুকীয়।— ও ঠাকুর শুনুন।
ঐ উনি হলেন আমাদের মহারাজের—আমাদের মহারাজকে তাঁর গুরুজনেরা দর্শক ব'লে ডাকেন—উনি হচ্ছেন তাঁর ভগ্নী—পদ্মাবতী।—
আমাদের মহারাজের মা, মাননীয়া মহাদেবী এই আশ্রমে রয়েছেন কিনা—তাঁর কাছে গিয়ে, তাঁর অনুমতি নিয়ে পদ্মাবতী রাজগৃহে যাবেন। তাই এইখানে উনি আজকের দিনটা থাকবার ইচ্ছা করেছেন। তা আপনারা—

এই বন থেকে তপস্যার জন্যে তীর্থের জল যজ্ঞের কাঠ পূজার ফুল কুশ স্বচ্ছন্দে সংগ্রহ করুন। ধর্মপ্রিয়া রাজদুহিতা, তপস্বীদের ধর্মকর্মের প্রতিবন্ধক হয় এমন কিছু করবার ইচ্ছা করেন না—এই হচ্ছে ওঁর কুলব্রত।

যৌগন্ধরায়ণ।— [মনে মনে]
ওঃ—ঐ নাকি! উনিই সেই মগধরাজ-পুত্রী পদ্মাবতী—

পুষ্পক, ভদ্রক আর অন্য-অন্য দৈবজ্ঞেরা যাঁর সঙ্গে আমাদের মহারাজের বিবাহ হবে বলেছেন ? বস্তুতঃ—

কারুর প্রতি সমাদর বা বিদ্বেষ,
আপন-আপন মনোভাব থেকেই উৎপন্ন হয়।
দেখ, প্রভুর পত্নী করবার অভিলাষে ওঁর উপর এখন
আমার কত আত্মীয়-স্নেহ জন্মাচ্ছে !

বাসবদত্তা।— [মনে মনে]
রাজকন্যা—এই শুনেই-তো ওকে ভালবাসতে ইচ্ছা করছে—ও যেন আমার ছোট বোনটি !

[তারপর পরিজন-পরিবৃতা পদ্মাবতী প্রবেশ করলেন, সঙ্গে চেটী]

চেটী।— এসো রাজকুমারী-দিদি, এই দিকে এসো। এইটি আশ্রম—এর ভিতরে এসো।

[ভিতরে একজন তাপসী উপবিষ্টা রয়েছেন দেখা গেল]

তাপসী।— এসো মা রাজকুমারী, এসো। পথে কোন কষ্ট হয়নি-তো ?

বাসবদত্তা।— [মনে মনে]
এইটি রাজকুমারী !—হাঁ অভিজাত-বংশের উপযুক্ত রূপ বটে !

পদ্মাবতী। আর্যে, আপনাকে প্রণাম করছি।

তাপসী।— চিরজীবিনী হও মা। এসো বৎসে, ভিতরে এসো—তপোবন যে অতিথিজনের আপন-গৃহ।

পদ্মাবতী।— আচ্ছা মা,—আচ্ছা। আমি আশ্বস্ত হলেম। আপনার এই স্নেহের আহ্বানে আমি অনুগৃহীত হলেম।

বাসবদত্তা।— [মনে মনে]
শুধু রূপ নয়—এর কথাবার্তা-ও দেখছি বেশ মধুর !

তাপসী।— হাঁ গো, ও বাছা, তা মগধরাজের এই বোনটিকে কোনো রাজা কি বিয়ের জন্যে চাইছেন না ?

চেটী।— হ্যাঁ মা, চাইছেন বৈ-কি। প্রদ্যোত ব'লে রাজা আছেন না, উজ্জয়িনীতে—সেই তিনি তাঁর ছেলের জন্যে দূতের উপর দূত পাঠাচ্ছেন।

বাসবদত্তা।— [মনে মনে]
বেশ হবে, বেশ হবে ! —এ তা-হলে তো এখন আমার কুটুম্ব হলো।

তাপসী।— বেশ বেশ ! এ মেয়ের যোগ্যই হয়েছে ও-রকম সম্মান। যেমন রূপ তেমনই অঙ্গ-শ্রী। শুনেছি কুলে-শীলে দুই রাজবংশই মহৎ।

পদ্মাবতী।— আর্য, এমন কোনও মুনিকে দেখতে পেয়েছেন কি, যিনি দান নিয়ে আমাকে অনুগৃহীত করবেন ? এখানে কে কি পাবার ইচ্ছা করেন তাঁকে তাই দেওয়া হবে—এই ব'লে তপস্বীদের আমন্ত্রণ করুন না।

কাঞ্চুকীয়।— আচ্ছা—আপনার যেরূপ অভিপ্রায়।
ওগো আশ্রমবাসী তপস্বী-ঠাকুররা, আপনারা শুনুন, শুনুন—

আমাদের এই মাননীয়া মগধরাজকুমারী আপনাদের আদরে প্রীত হয়েছেন। তাই তিনি ধর্ম কামনায় সকলকে দান গ্রহণ করতে সাদরে আহ্বান করছেন।

কাহার কলসে প্রয়োজন?
ইচ্ছামত বস্ত্রে বল কার অভিলাষ?
আর, কার হইয়াছে শিক্ষা সমাপন?
তাঁর যা গুরুকে দেয় – পাইতে কি আশ?
ধর্মপ্রিয়া রাজকন্যা, ধর্মে রতি তাঁর
হেথায় করিতে ইচ্ছা উন্নতি আত্মার—
তাই আজ কারে কিবা দিতে হবে দান
যাঁহার অভীষ্ট যাহা তাঁরে তা জানান।

যৌগন্ধরায়ণ।—[মনে মনে]
ঠিক হয়েছে—এই দেখছি একটা সুযোগ!
[প্রকাশ ক'রে]
ও মহাশয়—মহাশয়, আমি একজন প্রার্থী।

পদ্মাবতী।— আমার ভাগ্য ভালো। তপোবনে আসা আমার সার্থক হলো।

তাপসী।— এই আশ্রমের তপস্বীরা সকলেই-তো সন্তুষ্টচিত্ত। ইনি নিশ্চয় একজন আগন্তুক।

কাঞ্চুকীয়।— বেশ, আপনার জন্যে কি করতে হবে?

যৌগন্ধরায়ণ।—ইনি আমার ভগ্নী। এঁর স্বামী দেশান্তরে গিয়েছেন। মাননীয়া রাজকুমারী এঁকে কিছু কালের জন্যে নিজের নিকটে রেখে এঁর রক্ষণাবেক্ষণ করেন—এই আমার ইচ্ছা। কী কারণে তা শুনুন—

আমার অর্থের, বস্ত্রের বা অন্য কোন
ভোগ্য দ্রব্যের প্রয়োজন নেই।
কিছু উপার্জনের আশাতেও
আমি এই কাষায় ধারণ করিনি।
রাজকুমারীকে বুদ্ধিমতী ধর্মজ্ঞানসম্পন্না দেখছি—
উনি-ই আমার ভগ্নীর চারিত্র রক্ষা করতে পারবেন।

বাসবদত্তা।— [মনে মনে]
হা অদৃষ্ট! আর্য যৌগন্ধরায়ণ এর কাছে রেখে যেতে চাইছেন আমাকে! হোক্, ভালো-মন্দ বিচার না ক'রে নিশ্চয় ইনি এ কাজে অগ্রসর হবেন না।

কাঞ্চুকীয়।— রাজকুমারী, এঁর প্রার্থনাটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ—কী রকম ক'রে এ স্বীকার করি? দেখুন—

অর্থদান, তপস্যার ফলদান, অন্য সকল প্রকার দান—
এমন-কি প্রাণদান করাও সুখের।
কিন্তু
গচ্ছিতের রক্ষণাবেক্ষণ কষ্টসাধ্য।

পদ্মাবতী।— আর্য, কে কি ইচ্ছা করেন, তাঁকে তাই দেওয়া হবে—প্রথমে এইরূপ ঘোষণার পর এখন ইতস্তত করা সঙ্গত নয়। ইনি যা প্রার্থনা করছেন এঁকে তা-ই প্রদান করুন।

কাঞ্চুকীয়।— হাঁ তা বটে—যোগ্য কথাই বলেছেন।

চেটী।— রাজকুমারী-দিদি সত্যি কথার মানুষ গো।
বেঁচে থাকো দিদি—অনেক পরমাই হোক তোমার!

তাপসী।— আহা চিরজীবিনী হও মা!

কাঞ্চুকীয়।— আচ্ছা, তাই হোক।

[নিকটে অগ্রসর হয়ে]

ও ঠাকুর, আমাদের মাননীয়া রাজকুমারী আপনার ভগ্নীর রক্ষণাবেক্ষণে স্বীকৃত হলেন।

যৌগন্ধরায়ণ।— রাজকুমারীর অনুগ্রহ!

বোন, যাও ওঁর কাছে—এগিয়ে যাও।

বাসবদত্তা।— [মনে মনে]

আর অন্য গতি নেই। অভাগিনী আমি যাই ওর কাছে!

পদ্মাবতী।— বেশ হলো—বেশ হলো। এখন থেকে আপনি আমার দিদি হলেন।—কেমন?

তাপসী।— এঁর রূপ-লাবণ্য দেহসৌষ্ঠব যে রকম দেখছি, ইনিও বুঝি-বা কোন রাজকন্যা হবেন।

চেটী।— ঠিক বলেছ মা—ঠিক বলেছ! আমিও দেখছি যেন এক সময়ে ইনি সুখসম্পদ ভোগ করেছেন!

যৌগন্ধরায়ণ।— [মনে মনে]

যাক্ গুরুভার কার্যের অর্ধেক সমাপ্ত হলো। অন্য-অন্য মন্ত্রীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় যা স্থির হয়েছিল তার ক্রমশ সু-পরিণতি হচ্ছে। মহারাজ নিজ রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হলে পর রাজ্ঞীকে যখন রাজসমীপে নিয়ে যাব তখন তাঁর শুদ্ধশীলতার সাক্ষী হবেন এই মগধরাজকুমারী। কারণ—

পদ্মাবতী-ই আমাদের নরপতির ভাবী মহিষী, এই কথা যাঁরা প্রথমে বলেছিলেন, তাঁরা একটা বিষম বিপত্তি ঘটবার সম্ভাবনাও দেখেছিলেন। তাই তাঁদের

কথায় বিশ্বাস করেই আমি এই কাজ করলেম—
সিদ্ধ পুরুষদের সুপরীক্ষিত বাক্য অতিক্রম ক'রে
বিধাতা কখন গমন করেন না।

[তারপর একজন ব্রহ্মচারী প্রবেশ করলেন]

ব্রহ্মচারী।— [ঊর্ধ্বে অবলোকন ক'রে]
মধ্যাহ্ন উপস্থিত। অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হয়েছি। দেখি
বিশ্রাম করি এরূপ স্থান কোথায় পাই।

[পরিক্রমণ ক'রে]
হাঁ, দেখতে পেয়েছি। সম্ভবত সম্মুখেই ওটি তপোবন।
ওখানে দেখছি—

স্থানটি নিরাপদ—এই ধারণা উৎপন্ন হওয়াতে
হরিণ-হরিণী অচঞ্চল শান্তমনে তৃণ অন্বেষণ করছে।
স্নেহলালিত বৃক্ষগুলির শাখা-প্রশাখা ফলপুষ্পে সমৃদ্ধ।
গোধনগুলি অধিকাংশই কপিলা। চতুষ্পার্শ্বের
ভূমিভাগ ক্ষেত্রে পরিণত হয় নি। নিঃসন্দেহ ওটি
তপোবন, কারণ বহুস্থান হতেই যজ্ঞধূম উত্থিত হচ্ছে।

—অতএব প্রবেশ করি।

[প্রবেশ ক'রে সম্মুখে কাঞ্চুকীয়কে দেখে]

এ-যে আশ্রম-বিরুদ্ধ ব্যক্তি !
[অন্য দিকে দেখে]
নাঃ—ওই তো তপস্বিগণও রয়েছেন। তা হলে
ভিতরে প্রবেশ দূষণীয় হবে না।

এ কি—স্ত্রীলোক যে— !

কাঞ্চুকীয়।— ও মশায়, আসুন আসুন—স্বচ্ছন্দে আসুন আপনি। এটি যে মুনিদের আশ্রম—সর্বসাধারণের স্থান।

বাসবদত্তা— হুঁ!

পদ্মাবতী।— ওমা, দিদি পরপুরুষ-দর্শন পরিহার করছেন! তবে তো অতি সাবধানে এঁর রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে। ইনি যে এখন আমার নিকটে গচ্ছিত।

কাঞ্চুকীয়।— ও ব্রহ্মচারী-ঠাকুর, আমরা আগে এসেছি। আমাদের আতিথ্য স্বীকার করুন আপনি।

ব্রহ্মচারী।— [হাত মুখ ধুয়ে, জলপান ক'রে]
আচ্ছা, তাই হোক—তাই হোক।
আঃ আমার পথশ্রান্তি দূর হলো।

যৌগন্ধরায়ণ।—ঠাকুর-মহাশয়ের কোথা হতে আসা হচ্ছে—কোথায় যাওয়া হবে—আপনার বাসস্থান কোথায়?

ব্রহ্মচারী।— মহাশয় শুনুন।
আমি রাজগৃহ হতে আগমন করছি।
বৎসদেশে লাবাণক নামক গ্রাম শ্রুতি-অধ্যাপনার জন্য প্রসিদ্ধ—তথায় অবস্থান করছিলেম।

বাসবদত্তা।— [মনে মনে]
আহা সেই লাবাণক!
লাবাণক নামটি করাতে আমার সন্তাপ আবার যেন নবীন হয়ে জেগে উঠল!

যৌগন্ধরায়ণ।— শিক্ষা সমাপ্ত হয়েছে তো?

ব্রহ্মচারী।— না—হয় নাই এখনও।

যৌগন্ধরায়ণ।—যদি শিক্ষা সমাপ্ত না হয়ে থাকে তবে চলে আসবার প্রয়োজন কী ছিল ?

ব্রহ্মচারী।— সে-স্থানে যে অতি দারুণ বিপৎপাত হয়েছে।

যৌগন্ধরায়ণ।— কি রকম ?

ব্রহ্মচারী।— তথায় উদয়ন নামে এক রাজা ছিলেন।

যৌগন্ধরায়ণ।— হাঁ—মহারাজ উদয়নের নাম শোনা আছে বটে। কী হয়েছে তাঁর ?

ব্রহ্মচারী।— শুনেছি, অবন্তিরাজতনয়া বাসবদত্তা তাঁর অতীব আদরণীয়া পত্নী।

যৌগন্ধরায়ণ।— খুবই সম্ভব। তারপর— তারপর ?

ব্রহ্মচারী।— রাজা মৃগয়ার জন্য নিষ্ক্রান্ত হলে পর গ্রামে অগ্নিকাণ্ড হয়—রাজপত্নী তাহাতে দগ্ধা হন।

বাসবদত্তা।— [মনে মনে]
মিথ্যা কথা – মিথ্যা কথা এ-সব। অভাগিনী আমি এই-যে জীবিত রয়েছি !

যৌগন্ধরায়ণ।— তারপর— তারপর ?

ব্রহ্মচারী।— তারপর, তাঁকে উদ্ধারের চেষ্টায়, যৌগন্ধরায়ণ নামে রাজার একজন অমাত্যও সেই অগ্নিতেই পতিত হন।

যৌগন্ধরায়ণ।— তাই নাকি ! সত্যই পড়েছিলেন ? তারপর—তারপর ?

ব্রহ্মচারী।— মৃগয়া-প্রত্যাগত রাজা সেই বৃত্তান্ত শ্রবণ ক'রে তাঁদের বিয়োগে এরূপ সন্তপ্ত হলেন যে আপনার প্রাণ সেই

অগ্নিতেই পরিত্যাগ করতে উদ্যত হন। অমাত্যগণ বহু চেষ্টায় তাঁকে নিবৃত্ত করেন।

বাসবদত্তা।— [মনে মনে]
জানি, জানি আমি—আমার প্রতি আর্যপুত্রের কী গভীর অনুরাগ !

যৌগন্ধরায়ণ।— তারপর—তারপর ?

ব্রহ্মচারী।— তারপর রাজ্ঞীর অঙ্গের যে দগ্ধাবশিষ্ট অলঙ্কারগুলি ছিল সেই গুলিকে বারংবার আলিঙ্গন করতে করতে রাজা মূর্ছিত হয়ে পড়লেন।

সকলে।— আহা-হা !

বাসবদত্তা।— [মনে মনে]
হোক এখন আর্য যৌগন্ধরায়ণের মনস্কামনা পূর্ণ !

চেটী।— ও রাজকুমারী-দিদি—ওমা ইনি কাঁদছেন যে গো !

পদ্মাবতী।— বড়ো কোমল মনটি-তো দিদির !

যৌগন্ধরায়ণ।— হাঁ হাঁ তাই। আমার ভগ্নীর স্বভাবই ঐরূপ—বড়ো পরদুঃখকাতর।

—হাঁ, তারপর—তারপর কী হলো ?

ব্রহ্মচারী।— তারপর ধীরে ধীরে তাঁর সংজ্ঞা ফিরে এলো।

পদ্মাবতী।— ভাগ্যিস্ বেঁচে উঠলেন ! মূর্ছা গেছেন শুনে, হৃদয়টা যেন শূন্য হয়ে গিয়েছিল।

যৌগন্ধরায়ণ।— তারপর ?

ব্রহ্মচারী।— তারপর মহারাজ ভূমিতলে লুন্ঠিত হতে লাগলেন। হঠাৎ ধূলিমাখা শরীরে উত্থিত হয়ে—হা বাসবদত্তে, হা অবন্তি-রাজপুত্রী, হা প্রিয়ে, হা প্রিয়শিষ্যে—এইরূপ কত-কি অসম্বদ্ধ বাক্যে বহুক্ষণ বিলাপ করেছিলেন।

মহাশয় অধিক আর কি কহিব—

চক্রবাকও সঙ্গিনী বিরহে
তাঁর মতো অত কাতরতা প্রকাশ করে না।
স্ত্রীরত্ন বিযুক্ত হয়ে কোন স্বামীও
সেরূপ শোকবিহ্বল হয় না।
সেই স্ত্রী-ই ধন্যা স্বামী যাঁকে এরূপ স্নেহ করেন।
সেই অপূর্ব ভর্তৃস্নেহে তিনি দগ্ধা হয়েও
অদগ্ধা-ই রয়েছেন।

যৌগন্ধরায়ণ।— আচ্ছা ব্রহ্মচারী-ঠাকুর অমাত্যদের কেহ কি রাজাকে প্রকৃতিস্থ করবার জন্যে যত্ন করছেন না?

ব্রহ্মচারী।— রুমণ্বান্ নামে তাঁর এক অমাত্য আছেন। তিনি তাঁকে প্রকৃতিস্থ করবার জন্য বিশেষ ভাবে যত্নবান হয়েছেন। এই সচিব—

রাজা অনাহারে থাকলে—
তাঁর মতো তিনিও থাকেন অনাহারে।
রোদন ক'রে ক'রে তাঁর মুখখানি
শীর্ণ হয়ে গিয়েছে।
নৃপতি শরীর-সংস্কার করেন না—
তাঁর দুঃখে দুঃখী তিনিও করেন না।
অতিশয় যত্নের সহিত দিবারাত্র
তিনি নরপতির পরিচর্যায় রত রয়েছেন।

এমন কি—
রাজা যদি সহসা প্রাণত্যাগ করেন—
তবে তাঁর-ও মৃত্যু হবে !

বাসবদত্তা ।— [মনে মনে]
আর্যপুত্রের রক্ষণাবেক্ষণের ভার ভাগ্যক্রমে এখন সুযোগ্য ব্যক্তির হাতেই পড়েছে ।

যৌগন্ধরায়ণ ।— [মনে মনে]
আহা, রুমণ্বান খুবই ভার বইছেন ।

আমার এই কাজে তবু বিশ্রাম আছে—
কিন্তু তাঁর আর তা নেই ।
রাজার ভার অর্থে—সমস্ত রাজ্যের ভারই ওঁর উপর ।

[প্রকাশ ক'রে]
আচ্ছা মহাশয়, এখন কি রকম অবস্থা—মহারাজ কিছু কি প্রকৃতিস্থ হয়েছেন ?

ব্রহ্মচারী ।— সে সংবাদ এখন আর আমি অবগত নই ।—

এ-স্থানে তাঁর সহিত হাস্য-পরিহাস করেছিলেম ।
এ-স্থানে তাঁর সহিত আলাপ-সংলাপে কাটিয়েছিলেম ।
এই স্থানটিতে একত্রে রাত্রিযাপন করেছি ।
প্রণয়-কলহে কুপিত হয়েছিলেম এই স্থানে ।
এই সেই স্থান যেথায় একত্রে শয়ন করেছিলেম ।—

এই প্রকার বিলাপরত রাজাকে সচিবগণ বহুবিধ প্রয়াসে সেই গ্রাম হতে অন্যত্র নিয়ে গিয়েছেন ।
রাজা নিষ্ক্রান্ত হলে পর চন্দ্রতারকাহীন নভোমণ্ডলের

মতো গ্রামটি সৌন্দর্যহীন হয়ে উঠল। তখন আমিও সে স্থান হতে চলে এলেম।

তাপসী।— রাজাটি নিশ্চয়ই গুণবান। এই বিদেশী ইনিও যখন তাঁর এমন ক'রে প্রশংসা করছেন।

চেটী।— রাজকুমারী-দিদি, অন্য কোনো ভাগ্যিমানী তাঁর হাতে পড়বে নাকি ?

পদ্মাবতী।— [মনে মনে]
এ যেন আমার মনের সঙ্গেই মন্ত্রণা করেছে !

ব্রহ্মচারী।— এবার অনুমতি দিন আপনারা—
আমি এখন যাই।

যৌগন্ধরায়ণ ও কাঞ্চুকীয়।—
আসুন আপনি। আপনার সিদ্ধিলাভ হোক।

ব্রহ্মচারী।— তাহাই যেন হয়।

[নিষ্ক্রান্ত হলেন]

যৌগন্ধরায়ণ।— আচ্ছা বেশ। রাজকুমারীর অনুমতি হলে আমিও যাই।

কাঞ্চুকীয়।— আপনার অনুমতি পেলে উনিও-যে যেতে চাইছেন।

পদ্মাবতী।— উনি চলে গেলে ওঁর ভগ্নীটি উৎকণ্ঠিতা হবেন কিন্তু।

যৌগন্ধরায়ণ।— নাঃ—সু-চরিতার হাতে দিয়ে যাচ্ছি—উৎকণ্ঠিতা হবেন না।

[কাঞ্চুকীয়ের দিকে চেয়ে]

—তবে এখন চললেম।

কাঞ্চুকীয়।— আসুন আপনি—কিন্তু আবার যেন দর্শন পাই।

যৌগন্ধরায়ণ।— তথাস্তু।

[নিষ্ক্রান্ত হলেন]

কাঞ্চুকীয়।— আমাদেরও এখন ভিতরে যাবার সময় হলো।

পদ্মাবতী।— মা, আপনাকে প্রণাম করছি।

তাপসী।— এসো বৎসে—যোগ্য পতি লাভ কর।

বাসবদত্তা।— আর্যে, আমিও আপনাকে প্রণাম করছি।

তাপসী।— তোমারও স্বামীর সঙ্গে শিগ্‌গির শিগ্‌গির মিলন হোক।

বাসবদত্তা।— সে আপনার আশীর্বাদ মা।

কাঞ্চুকীয়।— তবে এইবার আসুন।
এইদিকে—এইদিকে —
এখন —

পাখিরা ফিরেছে নীড়ে, সন্ধ্যাস্নানে নামে মুনিগণ।
হোমাগ্নির শিখা জ্বলে—ধূমে তার ভরে তপোবন।
সঙ্কোচি কিরণমালা রবিও এসেছে নামি
ত্যজি ঊর্ধ্ব অন্তরীক্ষ দেশ,
ফিরাইয়া রথ তার অস্তাচল শিখরেতে
ধীরে ধীরে করিছে প্রবেশ।

[সকলে নিষ্ক্রান্ত হলেন]

॥ ইতি প্রথম অঙ্ক ॥

দ্বিতীয় অঙ্ক

[তারপর একজন চেটী প্রবেশ করলে]

চেটী।— কুঞ্জরিকা, ও কুঞ্জরিকা—কই, কোথায় আমাদের রাজকুমারী পদ্মাবতী— ?

কী বলছিস—মাধবীমণ্ডপের পাশে কন্দুক নিয়ে খেলা করছেন ?

আচ্ছা, তুই যা। আমিও তাঁর কাছে যাচ্ছি।

[পরিক্রমণ ক'রে—চেয়ে দেখে]

ওমা, ঐ-যে দিদি পদ্মাবতী খেলতে-খেলতে এই দিকেই আসছেন।

কানের পাশ থেকে চুল সরিয়ে উঁচু ক'রে তুলে চূড়ো বাঁধা—

খেলায় আক্লান্ত রাঙা মুখখানিতে বিন্দু-বিন্দু ঘাম—যেন কনেচন্দনে সাজানো !

—যাই আমি, ওঁর কাছে যাই।

[নিষ্ক্রান্ত হলো]

॥ প্রবেশক ॥

[তারপর কন্দুকক্রীড়া-নিরতা সপরিজন পদ্মাবতী প্রবেশ করলেন—সঙ্গে অবন্তিপুরন্ধ্রী-বেশে আবন্তিকা নামধারিণী বাসবদত্তা]

বাসবদত্তা।— এই নাও বোন—তোমার কন্দুকটা নাও।

পদ্মাবতী।— দিদি, আজ এই পর্যন্ত থাক্।

বাসবদত্তা।— কেন বোন বারণ করছ কেন ?
অনেকক্ষণ ধ'রে খেলে-খেলে তোমার ঐ হাত দু-খানি এমন রাগরঞ্জিত হয়ে উঠেছে, মনে হচ্ছে দেখছি যেন অপর একজনের হাত !

চেটী।— ও দিদি, খেলো গো খেলো। আইবুড়ো বেলার মিষ্টি-মধুর দিনগুলো আশ মিটিয়ে ভোগ ক'রে নাও।

পদ্মাবতী।— আবন্তিকা-দিদি, আমার দিকে চেয়ে চেয়ে আজ কী দেখছেন বলুন-তো ? আর শুধু শুধু যেন মুখ টিপেটিপে হাসছেন—

বাসবদত্তা।— না গো, না-না। তোমাকে আজ বড়ো সুন্দর মানিয়েছে। সামনেই দেখছি যেন তোমার বরের মুখখানি।

পদ্মাবতী।— যাও—আর ঠাট্টা করতে হবে না—থামো।

বাসবদত্তা।— আচ্ছা গো—মহাসেনের ভাবী পুত্রবধূটি—এই আমি থামলেম।

পদ্মাবতী।— মহাসেন আবার কে ?

বাসবদত্তা।— উজ্জয়িনীর রাজা প্রদ্যোত। তাঁর অনেক সেনা আছে কিনা, তাই সকলে তাঁকে মহাসেন বলে।

চেটী।— রাজকুমারী-দিদির সেই রাজার সঙ্গে কুটুম্বিতার ইচ্ছে নয়।

বাসবদত্তা।— নয়?—তবে এখন বিবাহের ইচ্ছাটি কার সঙ্গে?

চেটী।— বৎসদেশের রাজা উদয়ন—তাঁর রূপ-গুণের কথা শুনে, তাঁকেই দিদির মনে ধরেছে।

বাসবদত্তা।— [মনে মনে]
আমার আর্যপুত্রকেই পতিরূপে পাবার অভিলাষ দেখছি!
[প্রকাশ ক'রে]
কেন গো—কী জন্যে?

চেটী।— তিনি নিজের মন দিয়ে পরের মনটি বোঝেন।

বাসবদত্তা।— [মনে মনে]
বুঝেছি, বুঝেছি আমি—আমিও-যে উন্মত্ত হয়েছিলেম ওঁর ঐ গুণে।

চেটী।— হ্যাঁ দিদি, আর সেই রাজাটি দেখতে যদি কুচ্ছিত হন—

বাসবদত্তা।— না, না—তাঁর রূপ দেখবার মতো।

পদ্মাবতী।— দিদি, তুমি কী ক'রে জানলে?

বাসবদত্তা।— [মনে মনে]
কী ব'লে ফেললেম। আর্যপুত্রের প্রতি পক্ষপাত করায় শিষ্টতার সীমা অতিক্রম করেছি। এখন কী করি—? ঠিক হয়েছে—এই বলি—
[প্রকাশ ক'রে]
ও বোন, উজ্জয়িনীর সকলেই এ-কথা বলে।

পদ্মাবতী।— তা সম্ভব বটে। তিনি তো উজ্জয়িনীতে দুর্লভ-দর্শন নন। আর,—তার-ই নাম তো সৌন্দর্য, যা সকলের মনোরঞ্জন করে।

[তারপর ধাত্রী প্রবেশ করলেন]

ধাত্রী।— জয় হোক, জয় হোক রাজকুমারীর।
ওগো বাছা তুমি এখন বাগ্‌দত্তা।

বাসবদত্তা।— আর্যে, কার ?

।— বৎসরাজ উদয়নের।

বাসবদত্তা।— [মনে মনে]
অ্যাঁ—তাই না কি !
[প্রকাশ ক'রে]
আর্যে, রাজার কুশল তো ?

ধাত্রী।— হাঁ। তিনি ভালোয়-ভালোয় এখানে এসে পৌঁছেছেন। আর, আমাদের রাজকুমারীকে বিবাহ করতে সম্মতও হয়েছেন।

বাসবদত্তা।— এ কি সর্বনাশ !

ধাত্রী।— এতে সর্বনাশটা আবার কী হলো ?

বাসবদত্তা।— না, আর কিছু নয়—
ও রকম অত শোক-তাপ—অত কান্নাকাটি ক'রে তারপর একেবারে উদাসীন হওয়া—তার সম্বন্ধে—

ধাত্রী।— দেখ মা, শাস্ত্রজ্ঞ পুরুষশ্রেষ্ঠ যাঁরা তাঁদের মন থেকে শোক সহজেই নিবৃত্ত হয়।

বাসবদত্তা।— হাঁ মা, তিনি নিজেই বুঝি চাইলেন—ওঁকে বিবাহ করতে?

ধাত্রী।— না না, তা কেন। অন্য কাজে তিনি এখানে এসেছেন। তাঁর রূপ, নবীন বয়স, তাঁর জ্ঞান আর বংশগৌরব দেখে, আমাদের মহারাজই বোনটিকে তাঁর হাতে দিয়ে দিলেন।

বাসবদত্তা।— [মনে মনে]
তাই ভালো! আর্যপুত্রের তা-হলে দেখছি এতে আর কোনো অপরাধই নেই।

[অপর একজন চেটী প্রবেশ করলে]

চেটী।— ও দিদি শিগ্‌গির এসো—শিগ্‌গির এসো।
আজকে শুভ-নক্‌খত্তর্‌ আছে—আমাদের বৌ-রানী বললেন বিয়ের কৌতুকমঙ্গল-সুতো আজকেই বাঁধতে হবে।

বাসবদত্তা।— [মনে মনে]
এরা যতই ত্বরান্বিত হচ্ছে, আমার হৃদয় যেন ততই অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে।

চেটী।— ও দিদি এসো গো, ভিতরে এসো।

[সকলে নিষ্ক্রান্ত হলেন]

॥ ইতি দ্বিতীয় অঙ্ক ॥

তৃতীয় অঙ্ক

[তারপর চিন্তামগ্না বাসবদত্তা প্রবেশ করলেন]

বাসবদত্তা।— উৎসবপূর্ণ অন্তঃপুর প্রাঙ্গণে পদ্মাবতীকে রেখে এই প্রমোদবনে এসেছি—অদৃষ্টের লেখা দুঃখ হতে মনকে যদি ভুলিয়ে রাখতে পারি।

[পরিক্রমণ ক'রে]

আহা, কী সর্বনাশটাই হলো! আমার আর্যপুত্র এখন অপরের হয়ে গেলেন!
—বসি একটু এখানে।

[একটু বসে]

চক্রবাক বধূই ধন্যা! প্রিয়বিরহ ঘটলে সে আর প্রাণে বাঁচে না। আমি কিন্তু প্রাণত্যাগ করব না। অভাগিনী আমি তবু-তো আর্যপুত্রকে দেখতে পাব—এই আশা নিয়েই জীবিত থাকব।

[তারপর অনেক ফুল নিয়ে একজন চেটী প্রবেশ করলে]

চেটী।— আবন্তিকা-দিদি আবার গেলেন কোথায়?

[পরিক্রমণ ক'রে আর দেখে]

ওমা,—ঐ-যে বসে—পাথরের পিঁড়িটার উপর—প্রিয়ঙ্গু-লতার তলায়।

কই, উৎসবের সাজ-সজ্জা করেননি তো—সাদা-মাঠা ভদ্রবেশ পরা। কী একটা ভাবনায় আপনা-হারা হয়ে রয়েছেন—যেন কুয়াশা-ঢাকা চাঁদের ফালিটি।
— যাই ওঁর কাছে।

[নিকটে অগ্রসর হয়ে]

আবন্তিকা-দিদি, কতক্ষণ ধ'রে আপনাকে খুঁজছি।

বাসবদত্তা।— কি জন্যে ?

চেটী।— আমাদের বৌ-রানী যে বলেন—আবন্তিকা বড়োঘরের মেয়ে, ওঁর মনটি স্নেহ-ভালবাসায় ভরা, আর শিল্প-কাজ জানেন বিস্তর,—তা বিয়ের কৌতুক-মালাগাছটি আপনি-ই গেঁথে দিন-না দিদি।

বাসবদত্তা।— আচ্ছা, কার জন্যে গাঁথতে হবে বল্ দেখি ?

চেটী।— আমাদের রাজকুমারীর জন্যে।

বাসবদত্তা।— [মনে মনে]
এও আমাকে করতে হবে। দেবগণ, কণামাত্রও করুণা নাই তোমাদের !

চেটী।— ও দিদি, আপনি এখন আর অন্য কিছু ভাববেন না। বর মণি-ভূঁইয়েতে চান করছেন। আপনি দিদি শিগ্গির শিগ্গির গেঁথে দিন-না মালাটি।

বাসবদত্তা।— [মনে মনে]
এখন অন্য কিছু আর ভাবতে পারছিনা-যে !
[প্রকাশ ক'রে]
হাঁরে তুই বরকে দেখেছিস ?

চেটী।— ওমা হ্যাঁ—আমি দেখেছি বৈকি দেখেছি। রাজ-কুমারী-দিদিকে ভালবাসি কিনা—আর দেখবারও তারী ইচ্ছে হলো—দেখলুম।

বাসবদত্তা।— কেমন দেখতে-রে বরকে ?

চেটী।— ও দিদি, সত্যি বলতে কি—এমন বর আমি আর কক্‌খনো দেখিনি।

বাসবদত্তা।— ওরে, বল্-তো—বল্-তো, সত্যই কি দেখবার মতো ?

চেটী।— হ্যাঁ—বলতে পারি যেন সাক্ষাৎ কন্দর্প—ও দিদি দেখুন, শুধু তীর আর ধনুকটি হাতে নেই !

বাসবদত্তা।— থাক্ থাক্ আর থাক্।

চেটী।— কেন দিদি—বারণ করছেন কেন ?

বাসবদত্তা।— পরপুরুষের রূপের বর্ণনা শোনা উচিত নয়।

চেটী।— তা-হলে দিদি, মালাটি শিগগির শিগগির গেঁথে দিন।

বাসবদত্তা।— আচ্ছা দিচ্ছি গেঁথে,—নিয়ে এসো ও-গুলো।

চেটী।— এই যে,—এই নিন।

বাসবদত্তা।— [মনে মনে]
অভাগিনী আমি—আমাকে এ-ও গাঁথতে হলো !

[ফুলের ডালা উপুড় ক'রে ফুল মাটিতে ঢেলে তা-থেকে বেছে বেছে নিয়ে দেখে—প্রকাশ ক'রে]

কী নাম রে—এ লতাটার ?

চেটী।— এর নাম ?—এর নাম এয়োতী-লতা।

বাসবদত্তা। [মনে মনে]
একে বেশী ক'রে গাঁথব। পদ্মাবতীর জন্যে বটে—আর আমার জন্যেও।
[প্রকাশ ক'রে]
আর এটার কি নাম ?

চেটী।— এটা ?—এ সতীন-ছেঁচি।

বাসবদত্তা।— একে গাঁথতে হবে না।

চেটী।— কেন দিদি—একে গাঁথতে হবে না কেন ?

বাসবদত্তা।— তাঁর পত্নী পরলোকে,—ওটার আর প্রয়োজন নেই।

[অপর একজন চেটী প্রবেশ করলে]

চেটী।— আপনি শিগগির করুন—একটু শিগগির ক'রে গেঁথে দিন। এয়োরা সব, বরকে ভিতরবাড়ির উঠোনে নিয়ে যাচ্ছে।

বাসবদত্তা।— আচ্ছা, এই দিচ্ছি গেঁথে শিগ গির ক'রে।—এই নাও।

চেটী।— সুন্দর হয়েছে !—দিদি আমি যাই তা-হলে।

[চেটী চলে গেল—অন্যটিও সঙ্গে গেল]

বাসবদত্তা।— এ চলে গেল। আমার ভাগ্যে যা দুঃখ লেখা আছে তার সান্ত্বনা দিই।
হায় হায় কী সর্বনাশ-ই হলো! আমার আর্যপুত্রও পরের হয়ে গেলেন।
এখন যাই, শয্যায় শুয়ে—যদি নিদ্রা আসে, দুঃখ কিছু ভুলতে পারব।

[নিষ্ক্রান্ত হলেন]

॥ ইতি তৃতীয় অঙ্ক ॥

চতুর্থ অঙ্ক

[তারপর বিদূষক প্রবেশ করলেন]

বিদূষক।— [সহর্ষে]

ওঃ কী রকম ভাগ্যটা আমার! বৎসরাজের বিয়ের অমন রমণীয় মঙ্গলোৎসব দেখতে পেলুম।

—এই যোগাযোগটি যাতে ঘটে সকলের মনেই সে ইচ্ছেটা ছিল।

যাক্, কে ভেবেছিল বাবা, যে ও-রকম বিপদের ঘূর্ণিপাকে প'ড়ে আবার ভেসে উঠব।

এখন রাজপ্রাসাদে বাস। অন্তঃপুর-দীঘির জলে স্নান। আর, কী রকম সব রসালো-রসালো উপাদেয় মোদক-মিষ্টান্ন ভক্ষণ। মনে হচ্ছে যেন উত্তরকুরুতে বাস করছি—কেবল অপ্সরাগুলোর-ই যা অভাব।

একটা কিন্তু মহাদোষ ঘটছে—যা আহার করছি সেগুলি বেশ পরিপাক হচ্ছে না। আর অমন সুন্দর চাদর-পাতা নরম বিছানাতে শুয়েও ঘুম আসে না আমার চোখে। বুঝি-বা বাতরক্ত ব্যাধি আমায় ঘিরে ধরে!

দেখ-দেখি অবস্থাটা—হয় প্রাতর্ভোজনটি বন্ধ করো, না-হয় খাও আর ভোগো রোগে।

—নাঃ সুখ আর কিচ্ছুতেই নেই দেখছি।

[তারপর একজন চেটী প্রবেশ করল]

চেটী।— কোথায় গেলেন আবার আর্য বসন্তক—?

[পরিক্রমণ ক'রে আর দেখে]
ওমা ওই যে বসন্তক ঠাকুর !
[নিকটে অগ্রসর হয়ে]
ও ঠাকুর, তোমাকে আমি কতক্ষাল ধ'রে খুঁজছি।

বিদূষক।— [দৃষ্টিপাত ক'রে]
কেন বলুন-তো ভদ্রে, আমার অন্বেষণ হচ্ছে— ?

চেটী।— আমাদের বৌ-রানী বললেন, একবার খোঁজ ক'রে এসো-তো—ঠাকুর-জামাইয়ের চান হয়েছে কি না।

বিদূষক।— কী জন্যে তিনি জিজ্ঞাসা করেছেন এ-কথা ?

চেটী।— কী জন্যে আবার ?—ফুল আর চন্দন-অনুলেপন আনব কী না—এই জন্যে।

বিদূষক।— আজ্ঞে হাঁ—মহারাজের স্নান হয়ে গেছে। আপনি মহাশয়া সব-ই আনুন—কেবল ভোজনের যা-কিছু সেগুলি বর্জন করবেন।

চেটী।— কেন— ভোজনের সব বারণ করছ কেন ?

বিদূষক।— দেখবার সময় কোকিলের যেমন চোখ ওল্টায়-পাল্টায়, এই হতভাগ্য আমার উদরের মধ্যেও সেই রকম ওলট-পালট চলছে।

চেটী।— বেশ হয়েছে আরও হোক।

বিদূষক।— যান—যান-তো আপনি—বিদেয় হোন। আমিও এখন মহারাজের কাছে যাচ্ছি।

[উভয়ে নিষ্ক্রান্ত হলেন]

॥ প্রবেশক ॥

[তারপর পরিজন সহ পদ্মাবতী প্রবেশ করলেন
সঙ্গে অবন্তিপুরস্ত্রীবেশে বাসবদত্তা]

চেটী।— রাজকুমারী-দিদি, প্রমোদবনে এলে কি জন্যে ?

পদ্মাবতী।— ওরে, শিউলিগাছে ফুল ফুটেছে কি না দেখতে এসেছি।

চেটী।— হ্যাঁ দিদি, ফুটেছে ঐ-যে। সবগুনো গাছ ফুলে ভরা—যেন মাঝে মাঝে পলা-গাঁথা মুক্তোর ঝুমকো ঝুলছে।

পদ্মাবতী।— তাই যদি, তবে আর দেরি করছিস কেন ?

চেটী।— দিদি, তা-হলে তুমি এই পাথরের পিঁড়িটাতে একটু বসো- আমি ততক্ষণ ফুল তুলে আনছি।

পদ্মাবতী।— আবন্তিকা-দিদি, এখানে কি আমরা বসব ?

বাসবদত্তা।— হাঁ, বসি এসো-না।

[উভয়ে উপবেশন করলেন]

চেটী।— [ফুল তুলে]
ফুলে আমার হাতের আঁজলা ভ'রে উঠল। দিদি দেখো দেখো, ফুলগুনোর আধখানা যেন মনঃশিলার এক-একটা টুকরোয় বসান রয়েছে !

পদ্মাবতী।— [দেখে]
আহা কী সৌন্দর্য ফুলগুলির ! দেখুন আবন্তিকা-দিদি— দেখুন দেখুন।

বাসবদত্তা।— আহা ফুলগুলি কী সুন্দর !

চেটী।— দিদি আরও-কি তুলব ?

পদ্মাবতী।— ওরে না-না, আর তুলিস-নে—আর তুলিস-নে।

বাসবদত্তা।— কেন বোন—বারণ করছ কি জন্যে ?

পদ্মাবতী।— আর্যপুত্র এখানে এসে এই ফুলে-ভরা সাজন্ত গাছগুলি দেখলে আমি কত গৌরবান্বিত হব !

বাসবদত্তা।— হাঁ বোন, বরটিকে খুব ভালবেসেছ বুঝি ?

পদ্মাবতী।— তা জানিনা দিদি—তবে তাঁর বিরহে উৎকণ্ঠিতা হই।

বাসবদত্তা।— [মনে মনে]
কত দুঃসাধ্য কর্ম করছি আমি ! এ-ও দেখছি ঐ একই কথা বলে !

চেটী।— ঘরানা-ঘরের মেয়ের মত-ই কথাটা গো—দিদি আমার কেমন ব'লে বুঝিয়ে দিলে—যে সোয়ামী তাঁর বড়ই ভালবাসার।

পদ্মাবতী।— একটা কৌতূহল কিন্তু মাঝে মাঝে আমার মনে জেগে উঠে।

বাসবদত্তা।— কী—কিসের কৌতূহল ?

পদ্মাবতী।— আর্যপুত্র আমার কাছে যেমন, দিদি বাসবদত্তার কাছেও কি সেই রকমটি ছিলেন ?

বাসবদত্তা।— তার চেয়েও বেশী।

পদ্মাবতী।— তুমি কী ক'রে জানলে ?

বাসবদত্তা।— [মনে মনে]
এ কি করলেম—ভালবাসার পক্ষপাতিত্বে শিষ্টতার

সীমা পার হয়ে গেছি-যে!
—আচ্ছা এই ব'লে কাটিয়ে দিই—
[প্রকাশ ক'রে]
অল্প স্নেহ হলে তিনি তাঁর আত্মীয়-স্বজন পরিত্যাগ ক'রে চলে যেতে পারতেন না।

পদ্মাবতী।— হবে হয়তো।

চেটী।— রাজকুমারী-দিদি, বলো-না বেশ ক'রে মহারাজকে—যে আমিও বীণা বাজানো শিখব।

পদ্মাবতী।— বলেছিলেম তাঁকে।

বাসবদত্তা।— তাতে কী বললেন তিনি?

পদ্মাবতী।— কোনো কথা না ব'লে, একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে চুপ ক'রে রইলেন।

বাসবদত্তা।— তার থেকে তুমি কী বুঝলে?

পদ্মাবতী।— বুঝলেম – আর্যা বাসবদত্তার গুণাবলী স্মরণ ক'রে দাক্ষিণ্য-বশত তিনি হয়তো আর আমার সম্মুখে অশ্রুপাত করলেন না।

বাসবদত্তা।— [মনে মনে]
এ-কথা যদি সত্য হয় তবে আমি ধন্য!

[তারপর রাজা প্রবেশ করলেন, সঙ্গে বিদূষক]

বিদূষক।— আ-হা-হা প্রমোদবন কী রমণীয় হয়েছে! কে বাঁধুলী ফুলগুলো তুলে এখানে-সেখানে ছড়িয়ে ফেলে গেছে। কেমন ঝিরঝির ক'রে বাতাস বইছে!
—মহারাজ, এই দিকে আসুন।

রাজা।— বয়স্য বসন্তক, এই-যে যাচ্ছি।
দেখো—

গিয়াছিনু যবে উজ্জয়িনী—
কী-এক অবস্থা হলো নিভৃতে নেহারি তথা
অবন্তির রাজার নন্দিনী।
সে-দশা হেরিয়া মোর কামদেব নিপাতিল
আমা প্রতি তার পঞ্চ শর—
আজও তারা বেঁধা আছে মর্মের ভিতর।
পুনরায় তার বাণে হতেছি ব্যথিত।
মাত্র যদি পঞ্চ শরে মদনের তূণ ভরে
কোথা হতে ষষ্ঠ শর হইল পাতিত ?

বিদূষক।— আচ্ছা, মাননীয়া পদ্মাবতী গেলেন কোথায় ? হয়তো লতা-মণ্ডপে গেছেন।—না হয় তো ঐ যেটার নাম পর্বত-তিলক সেই পাথরের ঢিবিটার উপরে গেছেন। ও-খানটায় অসন ফুল ছড়ান আছে—যেন একখানা বাঘছাল বিছান রয়েছে।—কিংবা হয়তো ছাতিম বনে ঢুকেছেন —কী কটু গন্ধ—ঐ ওর ফুলগুলোর !
আর, তা যদি না হয়,—তা-হলে জীব-জন্তু পাখি-পক্ষী আঁকা ঐ কেঠো পাহাড়টার উপরে উঠেছেন—

[উপরের দিকে চেয়ে দেখে]

বা ! বা ! বা !—দেখুন মহারাজ,—শরতের নির্মল আকাশে এক ঝাঁক সারস—কেমন দল বেঁধে উড়ে চলেছে ! কী সুন্দর দেখতে হয়েছে—বলদেব যেন তাঁর দুই বাহু প্রসারিত করেছেন !

রাজা।— বয়স্য দেখছি এদের—

কখনো আয়ত হয়, কভু হয় ঋজু
বিরল হইয়া কভু দূরে দূরে যায়।
ঊর্ধ্বে উঠে—আবার ঘুরিয়া হয় নীচু—
সপ্তর্ষির তারাপুঞ্জ বাঁকায়ে সাজায়।
নির্মোক হইতে মুক্ত সর্পের উদর সম
আকাশ নির্মল—
দুই ভাগে ভাগ করা সীমারেখা মতো তার
সারসের দল।

চেটী।— দেখো দেখো রাজকুমারী-দিদি, চেয়ে দেখো—দল বেঁধে সারসের পাঁতি উড়ে চলেছে।

কেমন সুন্দর দেখতে হয়েছে—যেন এক গাছি শাদা-পদ্মর মালা—ওমা, মহারাজ আসছেন-যে!

পদ্মাবতী।— হাঁ, আর্যপুত্র আসছেন। আবন্তিকা-দিদি তুমি রয়েছ সেই জন্যে ওঁর সঙ্গে এখন আর দেখা করব না। এসো আমরা এই মাধবী-লতামণ্ডপের ভিতরে যাই।

বাসবদত্তা।— হাঁ, তাই চলো।

[সকলে লতামণ্ডপের ভিতরে প্রবেশ করলেন]

বিদূষক।— মাননীয়া পদ্মাবতী এখানে এসে আবার চলে গেছেন দেখছি।

রাজা।— এ তুমি কি ক'রে বুঝলে?

বিদূষক।— এই-যে সব শিউলিগুচ্ছ থেকে ফুল তুলে নেওয়া হয়েছে—দেখুন-না আপনি।

রাজা।— বসন্তক, ফুলগুলির কী বিচিত্র বর্ণ!

বাসবদত্তা।— [মনে মনে]
বসন্তক নাম ধ'রে ডাকতে শুনে, মনে হচ্ছে আবার যেন উজ্জয়িনীতেই রয়েছি।

রাজা।— বসন্তক, এসো আমরা এই পাথরটাতে বসে পদ্মাবতীর জন্যে অপেক্ষা করি।

বিদূষক।— আচ্ছা তাই বসছি!
[বসেই উঠে প'ড়ে]
উঃ শরৎ কালের রোদ্দুর কী চড়া—সইছে না গায়ে! তার চেয়ে চলুন আমরা ঐ মাধবী লতামণ্ডপটার ভিতরে যাই।

রাজা।— উত্তম—আগে আগে চলো।

বিদূষক।— তাই হোক।—আসুন আপনি।

[উভয়ে পরিক্রমণ করলেন]

পদ্মাবতী।- এই-গো, এই আর্য বসন্তকটি বুঝি সব ভণ্ডুল করেন! এখন কী করি—?

চেটী।— রাজকুমারী-দিদি, ঐ-যে ঐ লতাটা-না—যা-থেকে অন্য-গুনো ঝুলছে—ওটা মৌমাছিতে ভরা।—ঐটে নেড়ে দেবো?—মহারাজের আসা বন্ধ হবে।

পদ্মাবতী।— হাঁ, হাঁ—তাই কর্ তো—তাই কর্।

[চেটী লতাটা নেড়ে দিলে]

বিদূষক।— এই—এই—রক্ষা করো—রক্ষা করো!
মহারাজ দাঁড়ান—ঐখানে দাঁড়ান।

রাজা।— কেন—কি হলো—?

বিদূষক।— এই বাঁদীর বেটা মৌমাছিরা—তাড়া করেছে আমাকে!

রাজা।— না হে না, ওদের ঐ-রকম ক'রে ভয় পাইয়ো না—
দেখো—

মধুপানে মত্ত মৌমাছিরা
প্রিয়া-সম্মিলিত হয়ে গুঞ্জন করছে।
তারা আমাদের পদশব্দে উদ্বেজিত হয়ে উড়ে যাবে আর
কান্তা-বিযুক্ত আমার মতো দশা প্রাপ্ত হবে।

—তার চেয়ে এসো আমরা এইখানেই বসি।

বিদূষক।— সেই কথাই ভালো।

[উভয়ে উপবেশন করলেন]

রাজা।— [চেয়ে দেখে]
আতপ্ত এ শিলাসন, মথিত কুসুম রাশি
চরণ তলে—
বসে ছিল কোনো নারী, সহসা আমায় দেখে
গেছে সে চলে।

চেটী।— ও রাজকুমারী-দিদি, আমরা-যে এর ভিতরে আট্‌কা প’ড়ে রইলুম গো!

পদ্মাবতী।— ভাগ্যিস্‌ আর্যপুত্র বসে পড়লেন!

বাসবদত্তা।— [মনে মনে]
সৌভাগ্যক্রমে আর্যপুত্রের শরীরটি সুস্থ দেখছি।

চেটী।— ও রাজকুমারী-দিদি—এঁর চোখ দিয়ে জল পড়ছে-যে!

বাসবদত্তা।— আঃ—এই মৌমাছিগুলোর অত্যাচার—
এমন-ক’রে চারদিকে উড়ছে—
কাশফুলের রেণু প’ড়ে চোখ ছুটো আমার জলে ভ’রে গেল!

পদ্মাবতী।— তাই হবে।

বিদূষক।— দেখুন, প্রমোদবন এখন শূন্য—কেউ এখন এখানে নেই। কিছু জিজ্ঞাসা করবার আছে আপনাকে।
—করব জিজ্ঞাসা?

রাজা।— স্বচ্ছন্দে।

বিদূষক।— আচ্ছা, বলুন-তো কে আপনার অধিক প্রিয়?—তখনকার দিনের সেই মহারানী বাসবদত্তা—না, এখনকার এই পদ্মাবতী?

রাজা।— তুমি প্রণয়ের তারতম্যের কথা তুলে আমাকে এমন বিষম সঙ্কটে ফেললে কেন?

পদ্মাবতী।— আবন্তিকা-দিদি, মহারাজ কি-রকম সঙ্কটে পড়েছেন — !

বাসবদত্তা।— [মনে মনে]
ঐ সঙ্গে অভাগিনী আমিও।

বিদূষক।— খোলাখুলি ব'লে ফেলুন-না আপনি। একজন-তো পরলোকগতা, আর অন্যটি অসন্নিহিতা।

রাজা।— বয়স্য, না—না, এ আমি—এ আমি কিছুতেই বলব না।—তুমি যে বাচাল !

পদ্মাবতী।— এতেই-তো আর্যপুত্রের বলা হয়ে গেল।

বিদূষক।— দেখুন, আমি সত্যি করছি—আমি কাউকে বলব না। —এই আমি আমার জিব কামড়ে ধরছি।

রাজা।— না সখা না,—আমার মন উঠছে না—বলতে।

পদ্মাবতী।— আঃ—এ কী-রকম এঁর একগুঁয়েমি—এততেও ওঁর মনের কথা বুঝতে পারছেন না !

বিদূষক।— কেন আমাকে বলবেন না ? না-বললে এই শিলাপট্ট থেকে এক পা-ও নড়তে পাবেন না।—মহারাজ, এই রাখলুম আপনাকে বন্দী ক'রে !

রাজা।— কী—জোর না-কি ?

বিদূষক।— হাঁ, জোরই তো !

রাজা।— আচ্ছা, তবে এসো তো দেখি—

বিদূষক।— হেঁই মহারাজ,—প্রসন্ন হোন, প্রসন্ন হোন। আমাদের বন্ধুত্বের দিব্যি—যদি সত্যি না বলেন।

রাজা।— তা হলে, না ব'লে আর উপায় নেই দেখছি—
শোনো—

সৌন্দর্যে শীলতাগুণে মধুর-ভাষণে
পদ্মাবতী করে মোর প্রীতি আকর্ষণ।
বাসবদত্তায় বদ্ধ হৃদয় আমার
পারেনিকো তবুও সে করিতে হরণ।

বাসবদত্তা।— [মনে মনে]
বেশ বেশ—আমার এই দুঃখভোগের মূল্যটি পুরোপুরিই দিলে তুমি!
আর, আমার এই অজ্ঞাতবাসেরও অনেক গুণ রয়েছে দেখছি!

চেটী।— রাজকুমারী-দিদি, এ কিন্তু মহারাজের ভারী একচোখোমি—তা বলছি।

পদ্মাবতী।— ওরে না-না,—অমন কথা বলিস নে। আর্যপুত্র এখনও-যে আর্যা বাসবদত্তার গুণাবলী স্মরণে রেখেছেন, এ তো তাঁর উদারতাই বলতে হবে।

বাসবদত্তা।— হাঁ বোন, ঠিক বলেছ—অভিজাত-বংশের উপযুক্তই এ কথা।

রাজা।— আমি বললেম। তুমি এবার বল তো—কার প্রতি তোমার পক্ষপাতিত্ব?—তখনকার বাসবদত্তায়—না এখনকার এই পদ্মাবতীতে?

পদ্মাবতী।— আর্যপুত্রও বসন্তক হলেন!

বিদূষক।— আমার প্রলাপ শুনে আর কী হবে?—দু-জনই আমার সমান-সমান সম্মানের পাত্রী।

রাজা।— ওরে মূর্খ! আমার কাছ থেকে জোর ক'রে শুনে নিয়ে এখন নিজের কথা কিছু বলতে চাচ্ছ না—কেন বল তো?

বিদূষক।— কী আমার উপরেও জোর নাকি?

রাজা।— হাঁ তাই—বলপ্রয়োগ ক'রেই শুনব।

বিদূষক।— তা-হলে কিছুই শুনতে পাবেন না।

রাজা।— মহাব্রাহ্মণ, প্রসন্ন হোন—প্রসন্ন হোন। আপন ইচ্ছায় বলুন।

বিদূষক।— আচ্ছা, তবে আপনি শুনুন—
মহারানী বাসবদত্তাকে আমি অতিশয় সম্মান করি। আর, মাননীয়া পদ্মাবতী—তরুণী রূপসী। ওঁর অহঙ্কার নেই—রাগ নেই। মুখে মিষ্টি কথাটি লেগেই আছে। কখনও ওঁর দাক্ষিণ্যের অভাব দেখি নি।
আর একটি মহৎ গুণ আছে ওঁর। উনি উত্তম-উত্তম মধুর ভক্ষ্য-ভোজ্য প্রস্তুত ক'রে আমার খোঁজ করেন—কৈ-গো কৈ, আর্য বসন্তক কোথায় গেলেন—এই ব'লে।

বাসবদত্তা।— বেশ-গো বসন্তক বেশ—ঐ ওর কথাই এখন মনে করো তুমি!

রাজা।— আচ্ছা—আচ্ছা বসন্তক,—ব'লে দেবো-এখন এই সব কথা—দেবী বাসবদত্তাকে।

বিদূষক।— আর বাসবদত্তা! কোথায় বাসবদত্তা—বাসবদত্তা-তো বহুকাল গত হয়েছেন।

রাজা।— [বিষাদের সহিত]
সত্য—বাসবদত্তা গত হয়েছেন!
বয়স্য, হাস্য-পরিহাসে তুমি আমার মনটাকে বিক্ষিপ্ত ক'রে দিয়েছিলে। তাই আগেকার অভ্যাস মতো ও-কথা মুখ হতে বেরিয়ে পড়েছিল।

পদ্মাবতী।— কী-কথা থেকে কী-কথা—অমন মধুর বিষয়ের আলাপ দিলে ঐ নৃশংসটা ভেঙে!

বাসবদত্তা।— [মনে মনে]
হোক—হোক, আমি আশ্বস্ত হলেম। আহা কী মিষ্টি এ-সকল কথা—আড়াল থেকে শুনতে।

বিদূষক।— শান্ত হোন মহারাজ—শান্ত হোন। বিধির বিধান অনতিক্রমণীয়। এখানে তাই ঘটেছে জানবেন।

রাজা।— বয়স্য, আমার অবস্থা বুঝতে পারছ না তুমি। দেখো—

মুখে বলি বার-বার ত্যজিয়াছি শোক তার তরে—
বদ্ধমূল অনুরাগ রয়েছে-যে মোর হৃদি ভ'রে।

শোকেরে সাজায় স্মৃতি দিয়া নব রূপ নিতি।
এ শুধু প্রবাদ—
অশ্রুবারি সিঞ্চনেতে অঋণী হইয়া জন্মে
মনের প্রসাদ।

বিদূষক।— এঃ চোখের জলে ভিজে মহারাজের মুখখানা যে বিশ্রী হয়ে গেল! —ধোয়ার জন্যে জল নিয়ে আসি।

[নিষ্ক্রান্ত হলেন]

পদ্মাবতী।— আবন্তিকা-দিদি, আর্যপুত্রের দৃষ্টি চোখের জলে ঢেকে গেছে। এই বেলা এখান থেকে বেরিয়ে পালাই চলো।

বাসবদত্তা।— তাই চলো। কিংবা দেখো—তুমি থাকো। উৎকণ্ঠিত স্বামীকে ফেলে রেখে তোমার যাওয়া উচিত হবে না।— শুধু আমিই চলে যাই।

চেটী।— ভালো কথা বলেছেন দিদি—ভালোই বলেছেন। রাজকুমারী-দিদি, তুমি তাহলে ওঁর কাছে এগিয়ে যাও।

পদ্মাবতী।— যাব আমি— ?
হাঁ আবন্তিকা-দিদি, আমি যাব ?

বাসবদত্তা।— হাঁ বোন যাও।

[বাসবদত্তা নিষ্ক্রান্ত হলেন]

বিদূষক।— [পদ্মপাতায় জল নিয়ে প্রবেশ ক'রে]
এই-যে মাননীয়া পদ্মাবতী।

পদ্মাবতী।— আর্য বসন্তক, ওটা কী ?

বিদূষক।— এটা এই—এই এটা—

পদ্মাবতী।— বলুন-না আপনি—বলুন-না কী ওটা ?

বিদূষক।— দেখুন,—এই—এই বাতাসে—কাশফুলের রেণু সব উড়ছে কি-না—মহারাজের চোখে তার একটা পড়েছে। চোখের জলে ভিজে মুখখানি বিশ্রী হয়ে গেছে—তা—তা—আপনি-ই এই মুখ ধোয়ার জলটা নিয়ে চলুন-না।

পদ্মাবতী।— [মনে মনে]
আহা দেখ-দেখি—উনি নিজে অমন দাক্ষিণ্যযুক্ত, ওঁর পরিজনগুলিও ঠিক সেই রকম।
[রাজার নিকটে অগ্রসর হয়ে]
আর্যপুত্রের জয় হোক। এই মুখ ধোয়ার জল।

রাজা।— এই যে—পদ্মাবতী যে।
[বিদূষকের দিকে মুখ ফিরিয়ে]
বসন্তক, ব্যাপারখানা কি ?

বিদূষক।— [রাজার কানে-কানে]
ব্যাপার এই— ।

রাজা।— বেশ বলেছ বসন্তক—বেশ বলেছ।
[মুখ ধুয়ে]
পদ্মাবতী বসো।

পদ্মাবতী।— যে আদেশ আর্যপুত্র।

[উপবেশন করলেন]

রাজা।— দেখো পদ্মাবতী—

শরৎ-শশাঙ্ক হেন শুভ্র কাশ-রেণু
উড়াইয়া আনিছে বাতাসে—
ভামিনী গো, আঁখি মাঝে পড়িয়াছে মোর
মুখ তাই অশ্রুজলে ভাসে।

[মনে মনে]
নব-পরিণীতা এই বালা পত্নী মোর
পাবে ব্যথা সত্য কথা শুনে।
যদিও সু-ধীর বটে স্বভাবটি ওর
দুঃখ পাবে স্ত্রী-স্বভাব গুণে।

বিদূষক।— এই অপরাহ্ণ বেলায় মাননীয় মগধরাজ আপনাকে শ্রেষ্ঠ আসনে বসিয়ে বন্ধু-বান্ধবদের দর্শন দিয়ে থাকেন। সম্মাননা যদি সম্মানের সহিত স্বীকৃত হয় তবেই প্রীতি উৎপাদন করে—অতএব মহারাজ, আপনি গাত্রোত্থান করুন।

রাজা।— সম্মত হলেম। উত্তম প্রস্তাব।
[উত্থিত হয়ে]
বিমণ্ডিত শত শ্রেষ্ঠ গুণে,
সর্বদাই সৎকর্মে নিরত,
এ-ধরায় এমন মানব
দেখিবারে পাই যে সতত।
যাঁরা দেন যোগ্য মূল্য এ-সব গুণের
দুর্লভ-দর্শন সখা, সে-সব জনের।

[সকলে নিষ্ক্রান্ত হলেন]

॥ ইতি চতুর্থ অঙ্ক ॥

পঞ্চম অঙ্ক

[তারপর পদ্মিনিকা প্রবেশ করল]

পদ্মিনিকা।— মধুকরিকা—মধুকরিকা, শিগ্‌গির একবার এ-দিকে আয় তো।

মধুকরিকা।— [প্রবেশ ক'রে]
ওলো, এই-যে এসেছি। কী করতে হবে ?

পদ্মিনিকা।— ওলো, তুই কি জানিস নি, রাজকুমারী পদ্মাবতী মাথার ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছেন ?

মধুকরিকা।— না।—আহা ছিছি জানি না তো সে-কথা।

পদ্মিনিকা।— ওলো, তুই শিগ্‌গির যা—আবন্তিকা-দিদিকে ডেকে নিয়ে আয়। দেখ্, তুই কেবল বলিস যে রাজকুমারীর মাথা ব্যথা করছে। তা-হলে তিনি আপনিই আসবেন।

মধুকরিকা।— হ্যাঁ ভাই, তা তিনি এসে কি করবেন ?

পদ্মিনিকা।— ওলো, তিনি এসে মিষ্টি-মিষ্টি উপকথা শুনিয়ে রাজকুমারীর মাথার ব্যথা ভুলিয়ে দেবেন।

মধুকরিকা।— ওমা বটে—তা ভালো।
রাজকুমারীর বিছানাটা কোথায় পাতা হয়েছে ?

পদ্মিনিকা।— শুনলুম সমুদ্রগৃহে পাতা হয়েছে।

তুই এখন যা। আমিও মহারাজকে জানাবার জন্যে আর্য বসন্তকের খোঁজ করতে যাচ্ছি।

মধুকরিকা।— আচ্ছা, তাই যাও।

[নিষ্ক্রান্ত হলো]

পদ্মিনিকা।— বসন্তক ঠাকুরের এখন আবার দেখা পাই কোথায়—

[তারপর বিদূষক প্রবেশ করলেন]

বিদূষক।— দেবী-বিয়োগবিধুর মাননীয় বৎসরাজ মঙ্গল-উৎসব ক'রে পদ্মাবতীর পাণিগ্রহণ করলেন বটে—কত আনন্দের স্রোত বয়ে গেল—কিন্তু তাতে তাঁর বিচ্ছেদ জ্বালা তো কমল না। আজও যেন বাতাস পেয়ে আগুনের মতো বেড়েই চলেছে!

[পদ্মিনিকাকে দেখে]

—এই যে পদ্মিনিকা যে।—পদ্মিনিকে কী সংবাদ?

পদ্মিনিকা।— আর্য বসন্তক, আপনি কি জানেন না—রাজকুমারী পদ্মাবতী মাথার ব্যথায় বড্ড কষ্ট পাচ্ছেন?

বিদূষক।— আজ্ঞে না-তো—সত্যিই জানি না।

পদ্মিনিকা।— তা-হলে সংবাদটা মহারাজকে শিগ্‌গির ক'রে জানিয়ে আসুন-না।
ইতিমধ্যে আমিও মাথায় লাগাবার অনুলেপনটা তাড়াতাড়ি নিয়ে আসি গে।

বিদূষক।— পদ্মাবতীর বিছানাটা কোথায় পাতা হয়েছে?

পদ্মিনিকা।— শুনলুম সমুদ্রগৃহে হয়েছে।

বিদূষক।— যান, আপনি যান। আমিও গিয়ে মহারাজকে সংবাদটা

[উভয়ে নিষ্ক্রান্ত হলেন]

॥ প্রবেশক ॥

[তারপর রাজা প্রবেশ করলেন]

রাজা।— কালক্রমে বিবাহের দায়িত্বভার পুনরায় স্কন্ধে গ্রহণ করেছি বটে, কিন্তু তবুও ভুলতে পারছি নে আমার সেই চিরবাঞ্ছিত অবন্তিরাজ-তনয়াকে,—আর তুষার-মথিত পদ্মের মতো অগ্নিদগ্ধ তাঁর তনু-দেহটিকে।

[বিদূষক প্রবেশ ক'রে]

বিদূষক।— শিগ্‌গির—শিগ্‌গির একবার চলুন মহারাজ।

রাজা।— কেন?—কী হয়েছে?

বিদূষক।— মাননীয়া পদ্মাবতী মাথার ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছেন।

রাজা।— কে বল্‌লে?

বিদূষক।— পদ্মিনিকা বল্‌লে।

রাজা।— কী যাতনা!—

আমার প্রথম শোক কিছু যেন কমে আসছিল—রূপশ্রী-মণ্ডিতা, সর্বগুণময়ী প্রিয়া পদ্মাবতীকে পেয়ে। এখন তাঁর অসুস্থতার কথা শুনে পূর্বের সেই বেদনা-ভরা স্মৃতি মনে জেগে উঠছে। ভয় হচ্ছে, ওঁকেও বুঝি-বা বাসবদত্তার মতোই হারাই।

—কোথায় আছেন এখন পদ্মাবতী ?

বিদূষক।— শুনলুম সমুদ্রগৃহে তাঁর বিছানা পাতা হয়েছে।

রাজা।— তা-হলে পথ দেখিয়ে সেখানে নিয়ে চলো।

বিদূষক।— এই দিক দিয়ে,—এই দিক দিয়ে আসুন মহারাজ।

[উভয়ে পরিক্রমণ করলেন]

বিদূষক।— এইটি সমুদ্রগৃহ। যান মহারাজ, আপনি ভিতরে যান।

রাজা।— তুমি আগে যাও।

বিদূষক।— আচ্ছা, যাচ্ছি।

[প্রবেশ ক'রে]

ওরে ব্বাবারে! রক্ষা কর—মহারাজ ঐ-খানে দাঁড়ান—দাঁড়ান।

রাজা।— কেন—কেন— ?

বিদূষক।— ওখানে একটা সাপ! ঐ-যে প্রদীপের আলোয় দেখতে পাচ্ছি রূপটি। —ও বাবা, মেঝের উপরে গড়াগড়ি দিচ্ছে—!

রাজা ।— [প্রবেশ ক'রে দেখে, স্মিত মুখে]
আহা—মূর্খটার এইটা হয়েছে সাপ !

ওরে, ওটা একছড়া বড়ো মালা। দোরের মাথায় ঝোলানো ছিল, ছিঁড়ে মাটিতে সোজা পড়ে রয়েছে। রাত্রির অল্প-অল্প বাতাসে এঁকেবেঁকে যেন সাপের মতো নড়ছে—মূর্খ তুমি সেইটাকেই মনে করেছ সত্যকার সাপ !

বিদূষক ।— [ভালো ক'রে দেখে]
হাঁ মহারাজ—ঠিক বলেছেন, এটা সাপ নয়-ই বটে।
[ভিতরে প্রবেশ ক'রে দেখে]
মাননীয়া পদ্মাবতী বোধ হয় এখানে এসে আবার চলে গেছেন।

রাজা ।— বয়স্য তিনি হয়তো আসেন নি।

বিদূষক ।— কী ক'রে বুঝলেন আপনি ?

রাজা ।— এতে আর বোঝবার কী আছে ?
এই দেখো—

শয্যাতল নহে অবনত—
সমান আস্তৃত ছিল, এখনও আছে সেই মত।
আকুলিত হয় নাই এর আচ্ছাদন।
অমল ও উপাধানে দেয়নি কালিমা-ছাপ
শিরঃশূল-নাশী বিলেপন।
শিল্প-শোভা কোনো কিছু নেত্র-বিলোভন
রচি রোগিণীর তরে রাখেনি হেথায়।
অসুস্থ হইলে দেহ, স্বেচ্ছায় শয়ন ছাড়ি
এত শীঘ্র কোনো জন চলিয়া না যায়।

বিদূষক।— তা-হলে মহারাজ আপনিই এই বিছানাটাতে কিছুক্ষণ বসে মাননীয়া পদ্মাবতীর জন্যে অপেক্ষা করুন।

রাজা।— বেশ কথা।

[শয্যার উপর উপবেশন ক'রে]

বয়স্য ঘুম পায়-যে!—একটা উপকথা বলো-তো।

বিদূষক।— আচ্ছা, আমি বলছি—আপনি কিন্তু হুঁ দেবেন।

রাজা।— বেশ।

বিদূষক।— উজ্জয়িনী ব'লে একটা নগর আছে। সেখানে উদয়-স্নানের জন্যে অনেক রমণীয় ঘাট আছে।

রাজা।— কেন—উজ্জয়িনীর কথা কেন?

বিদূষক।— আচ্ছা যদি ভালো না লাগে এ গল্পটা—অন্য একটা বলছি।

রাজা।— বয়স্য আমি বলছি-না যে গল্পটা আমার অপছন্দ। কিন্তু

প্রস্থানের কালে তাঁর নয়নের কোণে
ছিল লেগে তপ্ত অশ্রুজল—
স্মরিয়া স্বজনগণে উথলি উঠিল স্নেহ
ভিজালেন মোর বক্ষস্থল—
সে অবন্তিরাজ-সুতা পড়িছে মনে।

আরও মনে পড়ে—

কতবার কতদিন বীণাশিক্ষা-উপদেশ দানে
রহিতেন চাহি মোর পানে।

বাদন-সাধন কোণ অজানতে যেত খসি
হাত হতে তাঁর—
ছন্দে নাচি রিক্ত হস্ত তুলিত যে নীরব ঝংকার।

বিদূষক।— তবে থাক্-গে ওটা। আর-একটা বলছি।
ব্রহ্মদত্ত ব'লে একটা নগর আছে। সেখানকার এক রাজার নাম ছিল কাম্পিল্য—

রাজা।— কী হলো—কী হলো—?

বিদূষক।— ব্রহ্মদত্ত ব'লে একটা নগর আছে। সেখানকার এক রাজার নাম ছিল কাম্পিল্য।

রাজা।— দূর্ মূর্খ, রাজা ব্রহ্মদত্ত আর নগর কাম্পিল্য বলো।

বিদূষক।— কী—রাজা ব্রহ্মদত্ত আর নগর কাম্পিল্য ?

রাজা।— হাঁ—তা-ই তো হবে।

বিদূষক।— আচ্ছা, তাই যদি হয়, তবে একটু অপেক্ষা করুন, আমি ওটা মুখস্থ ক'রে নিই।

রাজা—ব্রহ্মদত্ত। নগর—কাম্পিল্য।
রাজা—ব্রহ্মদত্ত। নগর—কাম্পিল্য।
রাজা—ব্রহ্মদত্ত। নগর—কাম্পিল্য।
রাজা ব্রহ্মদত্ত। নগর কাম্পিল্য।

—এবার শুনুন আপনি।
এই যাঃ—ঘুমিয়ে পড়েছেন দেখছি !

হুঁ, এই সন্ধ্যাবেলাটায় বেশ শীত-শীত করে যে—যাই গায়ে দেবার উত্তরীয়খানা নিয়ে আসি-গে।

[নিষ্ক্রান্ত হলেন]

[তারপর অবন্তিপুরস্ত্রী-বেশে বাসবদত্তা
প্রবেশ করলেন, সঙ্গে চেটী]

চেটী।— আবন্তিকা-দিদি আপনি একটু শিগ্‌গির শিগ্‌গির পা-চালিয়ে আসুন—রাজকুমারী পদ্মাবতী মাথার ব্যথায় নিশ্চয় খুব কষ্ট পাচ্ছেন।

বাসবদত্তা।— আহাহা—আমরি রে—
কোথায় বিছানা পাতা হয়েছে পদ্মাবতীর ?

চেটী।— শুনলুম, সমুদ্রগৃহে।

বাসবদত্তা।— তা-হলে আগে আগে পথ দেখিয়ে চলো।

[উভয়ে পরিক্রমণ করলেন]

চেটী।— এইটে সমুদ্রগৃহ।
দিদি আপনি ভিতরে যান। আমিও মাথায় দেবার অনুলেপনটা নিয়ে শিগ্‌গির আসছি।

[নিষ্ক্রান্ত হলো]

বাসবদত্তা।— হায় হায় দেবগণ আমার প্রতি নিশ্চয়ই অকরুণ। বিরহ-ব্যথায় আর্যপুত্র আকুল হয়ে রয়েছেন। শান্তি পাচ্ছিলেন একমাত্র পদ্মাবতীর কাছ থেকে—সে-ও অসুস্থ হলো !—আচ্ছা, যাই ভিতরে গিয়ে দেখি।

[ভিতরে প্রবেশ ক'রে, দেখে

দেখেছ—অনবধানতা দাসীদের—
অসুস্থ পদ্মাবতীকে একলা ফেলে রেখে সকলেই
চলে গেছে !
সঙ্গী রেখে গেছে কেবল একটা প্রদীপ !

—পদ্মাবতী বেশ ঘুমোচ্ছে দেখছি
তা-হলে আমি একটু বসি।

[বসতে গিয়ে]

—না, এখানটায় নয়। অন্য আসনে বসলে ভাববে আমি ওকে অল্প স্নেহ করি—ওর বিছানাতেই তবে একটু বসি।

[উপবেশন ক'রে]

এর শয্যায় উপবেশন করাতে আমার হৃদয় আজ এমন আনন্দরসে ভ'রে উঠল কেন!
যাক্ শুভগ্রহ, নিশ্বাস বেশ সহজ স্বাভাবিক ভাবে পড়ছে।
মনে হয়, ওর শরীরে এখন আর কোনো গ্লানি নেই।
বিছানার একটি পাশে সরে শুয়ে রয়েছে—যেন ইঙ্গিতে জানাচ্ছে এ-পাশটায় শুয়ে আমাকে আলিঙ্গন ক'রে থাকো। আচ্ছা, তবে এইখানেই শুই।

[শয়নের অভিনয় করলেন]

রাজা।— [স্বপ্ন দেখে]
হা বাসবদত্তা!

বাসবদত্তা।— [ক্ষিপ্রবেগে উত্থিত হয়ে]
আঁা—এ কী!—এ-যে আর্যপুত্র!
এ-তো পদ্মাবতী নয়।
আমাকে দেখে ফেলেছেন কি—?
তা-হলে তো আর্য যৌগন্ধরায়ণের সেই মহান সংকল্প নিষ্ফল হয়ে গেল!
হায় হায়, অভাগিনী আমি এ কী করলেম?

রাজা।— হা অবন্তিরাজপুত্রী—বাসবদত্তা !

বাসবদত্তা।— তাই ভালো—স্বপ্ন দেখছেন আর্যপুত্র। এখানে এখন অন্য কেউ নেই—তবে একটু থাকি—নয়ন মন তৃপ্ত করি।

রাজা।— হা প্রিয়ে—হা প্রিয়শিষ্যে।
একটিবার আমার কথার উত্তর দাও।

বাসবদত্তা।— এই-যে নাথ, এই-যে আমি কথা কইছি।

রাজা।— তুমি কি রাগ করেছ ?

বাসবদত্তা।— না-না—আমি বড়ো দুঃখিনী।

রাজা।— যদি রাগ না ক'রে থাক তবে তোমার অঙ্গে অলংকার নেই কেন ?

বাসবদত্তা।— এর চেয়ে আর কী অলংকার আছে ?

রাজা।— তুমি কি বিরচিকার কথা মনে করছ ?

বাসবদত্তা।— [রোষের সহিত]
আঃ যাও, এখানেও বিরচিকা !

রাজা।— আমায় মার্জনা করো—বিরচিকার কথা তুলে মনে ব্যথা দিয়েছি।

[হাত দুটি বাড়ালেন]

বাসবদত্তা।— আর নয়—অনেকক্ষণ রয়েছি।
এখনই কেউ দেখে ফেলবে—আর থাকা উচিত নয়।

আহা, আর্যপুত্রের হাতখানি ঝুলে পড়েছে—বিছানায় তুলে দিয়ে যাই।

[হাত বিছানায় তুলে দিয়ে নিষ্ক্রান্ত হলেন]

রাজা।— [সহসা উত্থিত হয়ে]
বাসবদত্তা—বাসবদত্তা - দাঁড়াও—দাঁড়াও—
উঃ – উহু-হুঃ—উঃ—
তাড়াতাড়ি বেরতে গিয়ে কপাটে মাথা ঠুকে গেল—ঠিক বুঝতে পারছি না—এ কি সত্য, না আমার মনো-বিলাস মাত্র।

বিদূষক।— [প্রবেশ ক'রে]
এই-যে মহারাজের নিদ্রাভঙ্গ হয়েছে দেখছি।

রাজা।— সখা আনন্দ সংবাদ দিচ্ছি—বাসবদত্তা জীবিত আছেন।

বিদূষক।— আর বাসবদত্তা।
কোথায় বাসবদত্তা— ?
বাসবদত্তা তো বহুদিন গত হয়েছেন।

রাজা।— বয়স্য – না না—তা নয়—

সখা, আমি শয্যাতে গাঢ় নিদ্রায় মগ্ন ছিলেম। আমাকে জাগরিত ক'রে দিয়ে তিনি চলে গেলেন। অগ্নিদগ্ধ হয়ে তিনি মৃত—এই সংবাদ দিয়ে রুমণ্বান পূর্বে আমাকে প্রতারণা করেছিল।

বিদূষক।— আহা মহারাজ,—এ-যে অসম্ভব ব্যাপার—এ হয়না। আমি গল্প বলার সময় ঐ-যে উদয়-স্নানের ঘাটের কথা বলেছিলুম-না, তাই শুনে,—মহারানীর কথা ভাবতে ভাবতে স্বপ্নে তাঁর মতন কাউকে দেখে থাকবেন হয়তো।

রাজা।— স্বপ্ন! আমি স্বপ্ন দেখেছি?

এ-যদি স্বপন-ঘোর
ধন্য হব নাহি যদি আসে জাগরণ।
এ-যদি বিভ্রম মোর
বিভ্রান্তই হয়ে যেন রই সর্বক্ষণ।

বিদূষক।— দেখুন বয়স্য এই নগরে অবন্তিসুন্দরী নামে একটি যক্ষিণী বাস করেন—তাঁকেই হয়তো আপনি দেখে থাকবেন।

রাজা।— না, না—

সুপ্তি-অন্তে জাগিনু যখন,
নয়নে পড়িল মুখ তাঁর
দীর্ঘ কেশ-ভার,
আঁখিপাতে নাহিক অঞ্জন—
দেহ সনে চারিত্রও রক্ষা তিনি করেন আপন।

আরও বয়স্য, সন্ত্রস্তা দেবী মধুর পীড়নে আমার এই হাতখানি ধরেছিলেন। স্বপ্নরঞ্জিত সেই স্পর্শ-সুধা পেয়ে—দেখ—দেখ সে এখনও পুলকাঞ্চিত হয়ে রয়েছে!

বিদূষক।— এখন আর ও-রকম ব'লে নিজেকে হাস্যাস্পদ করবেন না।
তার চেয়ে আসুন মহারাজ, অন্তঃপুর-চতুঃশালে যাই চলুন।

কাঞ্চুকীয়।— [প্রবেশ ক'রে]
জয় হোক, জয় হোক মহারাজের। আমাদের মহারাজ দর্শক, আপনাকে জানাচ্ছেন-যে আপনার অমাত্য

রুমণ্বান বিপুল সৈন্য-বাহিনী নিয়ে এখানে উপস্থিত হয়েছেন। তাঁর উদ্দেশ্য আরুণিকে ধ্বংস করা। আর আমাদের চতুরঙ্গ বল,—হস্তী অশ্ব রথ পদাতি, সমস্তই যুদ্ধজয়ের জন্যে সজ্জিত হয়েছে। অতএব আপনি নবোদ্যমে প্রস্তুত হোন।
তিনি আরও বলেছেন—

শত্রুগণ ছিন্ন-ভিন্ন। গুণমুগ্ধ পুরবাসীরা আশ্বাস পেয়ে উৎসাহিত। আপনার যুদ্ধযাত্রার সময়ে সৈন্যবাহিনীর পৃষ্ঠভাগ সুরক্ষিত করবার ব্যবস্থা করেছি। শত্রুনাশের জন্যে যা যা প্রয়োজন সে সকল করা হয়েছে। সৈন্য-দলও গঙ্গা পার হয়ে গেছে—বৎসদেশ এখন আপনার প্রায় করতলগত।

রাজা।— [উত্থিত হয়ে]
আচ্ছা, তাহলে আমি এখনই—

আমার শ্রেষ্ঠ হস্তী আর অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে যেখানে বাণের প্রচণ্ড তরঙ্গ উঠছে সেই সমর-সাগরে যাব। ক্রূর-কর্মে দক্ষ আরুণির সম্মুখীন হয়ে তাকে বিনাশ করব।

[সকলে নিষ্ক্রান্ত হলেন]

॥ ইতি পঞ্চম অঙ্ক

ষষ্ঠ অঙ্ক

[তারপর কাঞ্চুকীয় প্রবেশ করলেন]

কাঞ্চুকীয়।— এখানে কে আছ গো—?
এই কাঞ্চন-তোরণদ্বারে কে প্রতিগারিণী নিযুক্ত রয়েছ ?

প্রতিহারিণী।— [প্রবেশ ক'রে]
আর্য, আমি বিজয়া রয়েছি।
—বলুন কি করতে হবে।

কাঞ্চুকীয়।— বিজয়া নিবেদন ক'রে এসো, বৎসরাজ্যজয়ে সমৃদ্ধ-সৌভাগ্য মহারাজ উদয়নকে নিবেদন ক'রে এসো—মহাসেনের নিকট হতে রৈভ্য নামে একজন কাঞ্চুকীয় এসেছেন। আর এসেছেন বাসবদত্তার ধাত্রী, আর্যা বসুন্ধরা—এঁকে পাঠিয়েছেন মহারানী অঙ্গারবতী।

তাঁরা দুজনেই দ্বারদেশে অপেক্ষা করছেন।

প্রতিহারিণী।—আর্য, প্রতিহারিণীর সংবাদ নিবেদনের উপযুক্ত সময় এটা নয়—আর এ স্থানও অযোগ্য।

কাঞ্চুকীয়।— কেন-গো কী হয়েছে ? এটা উপযুক্ত সময় নয় কেন ? স্থানেরই বা কী দোষ হলো ?

প্রতিহারিণী।— আর্য শুনুন, আজ যখন মহারাজ সূর্যমুখ-প্রাসাদে ছিলেন তখন কে-একজন বীণা বাজাচ্ছিল। তাই শুনে প্রভু বললেন—এ-যেন ঘোষবতীর ঝংকারের মতো শুনছি!

কাঞ্চুকীয়।— তারপর—তারপর?

প্রতিহারিণী।—তারপর, তার কাছে গিয়ে, মহারাজ জিজ্ঞাসা করলেন—এ বীণা তুমি কোথা হতে পেলে?

সে বললে—নর্মদাতীরে একটা কুশের ঝোপে আটকে রয়েছে দেখতে পেলুম—যদি প্রয়োজন থাকে-তো মহারাজ এটিকে নিতে পারেন।

তাকে নিয়ে—তাকে কোলে ক'রে প্রভু মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। তারপর জ্ঞান হলে, তাঁর চোখ দুটি জলে ভ'রে উঠল,—ঠোঁট ফুলে-ফুলে উঠতে লাগল। আকুল হয়ে বললেন—ঘোষবতী, তোমাকে তো দেখছি, কিন্তু তিনি কোথায়!

আর্য এই জন্যেই বলছিলুম—এ বড়ই অসময়, এখন কী ক'রে সংবাদ নিবেদন করি।

কাঞ্চুকীয়।— নিবেদন করো-গে, নিবেদন করো-গে,—এ-ও ওই সংক্রান্তই।

প্রতিহারিণী।— আর্য, তবে যাচ্ছি।

ঐ-যে মহারাজ সূর্যমুখ-প্রাসাদ থেকে নেমে আসছেন।

এই খানেই তাহলে নিবেদন করব।

কাঞ্চুকীয়।— হাঁ তাই করো।

[উভয়ে নিষ্ক্রান্ত হলেন]

॥ মিশ্র বিষ্কম্ভক ॥

[তারপর রাজা প্রবেশ করলেন, সঙ্গে বিদূষক]

রাজা।—

শ্রুতি-সুখ-ঝংকারিণী ওগো
দেবীর উৎসঙ্গে বসি হতে সুপ্ত স্তনযুগ মাঝে।
ভীষণ অরণ্যে কেন ছিলে সোহাগিনী
বিহংগ-বিকীর্ণ-ধূলি সাজে ?

আর দেখো—

শ্রোণি'পরে রেখে তোমা পার্শ্ব-নিপীড়ন।
স্বেদ-স্বিন্ন স্তনান্তরে গাঢ় আলিঙ্গন।
করুণ বিলাপ তাঁর, আমায় উদ্দেশ করি
বিরহ ক্ষণে।
বাদন-বিরাম মাঝে, স্মিতমুখে কত কথা
মধু আলাপনে।
ঘোষবতী হইয়াছ স্নেহশূন্যা তুমি—
তাই অভাগিনী তাঁরে না আনো স্মরণে !

বিদূষক।— মহারাজ, এখন আর এত সন্তাপে কী-লাভ ?

রাজা।— বয়স্য, অমন কথা বোলো না—

বীণা তোলে জাগাইয়া
চিরসুপ্ত প্রণয় আমার।
কোথা দেবী—কোথা তিনি
ঘোষবতী ছিল প্রিয়া যাঁর ?

বসন্তক, কোনও শিল্পীর কাছে ঘোষবতীকে নিয়ে যাও। এর সংস্কার ক'রে—একে নূতনের মতো ক'রে শীঘ্র নিয়ে এসো।

বিদূষক।— যে আজ্ঞা আপনার।

[বীণা নিয়ে নিষ্ক্রান্ত হলেন]

প্রতিহারিণী।— [প্রবেশ ক'রে]
জয় হোক মহারাজ।
মহাসেনের নিকট হতে রৈভ্য নামে একজন কাঞ্চুকীয় আর দেবী অঙ্গারবতীর প্রেরিত বাসবদত্তার ধাত্রী আর্যা বসুন্ধরা দ্বারদেশে উপস্থিত।

রাজা।— তাহলে পদ্মাবতীকে একবার আহ্বান ক'রে এখানে নিয়ে এসো।

প্রতিহারিণী।—যে আজ্ঞা প্রভু।

[নিষ্ক্রান্ত হলো]

রাজা।— মহাসেন কি এত শীঘ্র এই বৃত্তান্ত জানতে পেরেছেন ?

[তারপর পদ্মাবতী প্রবেশ করলেন, সঙ্গে প্রতিহারিণী]

প্রতিহারিণী।—আসুন রাজকুমারী—এই দিকে আসুন।

পদ্মাবতী।— আর্যপুত্রের জয় হোক।

রাজা।— পদ্মাবতী, শুনেছ কি ?—মহাসেনের নিকট হতে রৈভ্য নামে একজন কাঞ্চুকীয় এসেছেন। আর মহারানী অঙ্গারবতী তাঁর সঙ্গে পাঠিয়েছেন বাসবদত্তার ধাত্রী আর্যা বসুন্ধরাকে। তাঁরা দ্বারদেশে অপেক্ষা করছেন।

পদ্মাবতী।— আর্যপুত্র, আমার জ্ঞাতিদের কুশল সংবাদ পেয়ে আনন্দিত হব।

রাজা।— এ-উক্তি তোমারই যোগ্য—বাসবদত্তার স্বজন আমারও স্বজন।
পদ্মাবতী এই আসনে বসো।
কেন—বসছ-না কেন?

পদ্মাবতী।— আর্যপুত্র, আপনি কি আমাকে পাশে বসিয়ে এঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন?

রাজা।— হাঁ,—তাতে দোষ কী?

পদ্মাবতী।— তাঁদের চোখে সেটা হয়ত প্রশংসনীয় হবে না।
—আমি যে আপনার দ্বিতীয় পক্ষের পত্নী।

রাজা।— যাঁরা আমার পত্নী দর্শনের অধিকারী, তাঁদেরকে সে অধিকার হতে বঞ্চিত করলে বড়ই নিন্দার বিষয় হবে যে।—না পদ্মাবতী তুমি এখানে বসো।

পদ্মাবতী।— যথা আজ্ঞা আর্যপুত্র।

[উপবেশন ক'রে]

আর্যপুত্র, এঁদের মুখ দিয়ে মা কী বলবেন আর বাবাই-বা কী বলবেন এই ভাবনায় আমার বুক যেন কাঁপছে।

রাজা।— সত্য পদ্মাবতী সত্যই তাই।

না-জানি তিনি কী বলবেন এই ভাবনায়
হৃদয় আমার শঙ্কাকুল হচ্ছে।
তাঁর কন্যাকে হরণ ক'রে এনেছিলেম
কিন্তু জীবিত রাখতে পারি নি।
চঞ্চল ভাগ্য আমাকে কর্তব্যচ্যুত করেছে।
আমি যেন সেই পুত্রের মতোই হয়ে রয়েছি—
যার কর্মদোষে পিতৃরোষ উদ্দীপিত হয়েছে।

পদ্মাবতী।— কাল পূর্ণ হলে কাকে-ই বা ধ'রে রাখা যায় মহারাজ!

প্রতিহারিণী।—কাঞ্চুকীয় আর ধাত্রী দ্বারদেশে অপেক্ষা করছেন।

রাজা।— শীঘ্র তাঁদের ভিতরে নিয়ে এসো।

প্রতিহারিণী।—যে আজ্ঞা প্রভু।

[নিষ্ক্রান্ত হলো]

[তারপর কাঞ্চুকীয় ও ধাত্রী প্রবেশ করলেন, সঙ্গে প্রতিহারিণী]

কাঞ্চুকীয়।— দেখো, এই কুটুম্বরাজ্যে উপস্থিত হয়ে মনে কত-না আনন্দ। কিন্তু আমাদের রাজকন্যার মৃত্যু হয়েছে— এ-কথা স্মরণে আসায় মন আবার বিষাদে পূর্ণ হয়ে উঠছে।

রাজ্য না-হয় থাকত শত্রু-হস্তগত হয়ে,—আহা দৈব, তুমি যদি দেবীকে কুশলে রাখতে তবে কী-ই না করতে!

প্রতিহারিণী।—ঐ-যে মহারাজ। আপনি এগিয়ে যান।

কাঞ্চুকীয়।— [নিকটে অগ্রসর হয়ে]
আর্যের জয় হোক।

ধাত্রী।— মহারাজের জয় হোক।

রাজা।— [বিশেষ সম্মাননার সহিত]

আর্য, যিনি পৃথিবীর সমস্ত রাজবংশের উত্থান-পতনের নিয়ন্তা, যিনি আমার বহু আকাঙ্ক্ষিত আত্মীয় সেই মহারাজের কুশল তো?

কাঞ্চুকীয়।— হাঁ মহারাজ, মহাসেন কুশলে আছেন। আর, তিনি এখানকার সর্বাঙ্গীণ কুশল জিজ্ঞাসা করেছেন।

রাজা।— [আসন হতে উত্থিত হয়ে]
কী আজ্ঞা করেছেন মহাসেন ?

কাঞ্চুকীয়।— বৈদেহী-পুত্রের উপযুক্ত এ শিষ্টাচার!
থাক্ মহারাজ, থাক্—আসনে উপবেশন করেই তাঁর প্রেরিত সংবাদ শুনুন।

রাজা।— মহাসেন যেরূপ আজ্ঞা করছেন।

[উপবেশন করলেন]

কাঞ্চুকীয়।— আপনার পরম সৌভাগ্য যে, শত্রু-কর্তৃক অপহৃত রাজ্য পুনরায় জয় ক'রে নিতে পেরেছেন।
কারণ—

ভীরু শক্তিহীনের উৎসাহ জন্মে না।
রাজ-শ্রী সর্বদা উৎসাহী-কণ্ঠেই বরমাল্য প্রদান করেন।

রাজা।— আর্য, এ-সকল মহাসেনের ক্ষমতা-প্রভাবেই সম্ভব হয়েছে।
দেখুন—

আমি যখন পরাজিত হয়েছিলেম তখন তিনি আমাকে তাঁর পুত্রগণের সঙ্গে সমান যত্নে প্রতিপালন ক'রে এসেছিলেন।
আমি তাঁর হৃদয়ে দারুণ ব্যথা দিয়ে তাঁর কন্যাকে হরণ ক'রে এনেছিলেম—কিন্তু জীবিত রাখতে পারি নি।
কন্যার অপমৃত্যু হয়েছে,—এ-কথা শুনেও আমার প্রতি তাঁর স্নেহ পূর্বের মতোই রয়েছে।

বস্তুতঃ আমি-যে আমার প্রাপ্য বৎসদেশ ফিরে পেয়েছি, তার একমাত্র কারণ তিনি-ই।

কাঞ্চুকীয়।— এ-ই মহাসেনের সংবাদ। মহারানী যা জানিয়েছেন তা ইনি বলবেন।

রাজা।— হায় মা—

যিনি উজ্জয়িনীর পুণ্যদেবী-স্বরূপিণী,
ষোড়শ রাজমহিষীগণের মধ্যে যিনি সর্বশ্রেষ্ঠা,
আমার প্রবাসজনিত দুঃখ-নিপীড়িতা সেই শ্বশ্রূমাতার কুশল তো?

ধাত্রী।— মহারানী সুস্থ আছেন। মহারাজের আত্মীয়-স্বজন সকলের কুশল চেয়েছেন তিনি।

রাজা।— সকলের কুশল?—মা কুশল তো এই!

ধাত্রী।— মহারাজ, এখন আর অত সন্তপ্ত হবেন না।

কাঞ্চুকীয়।— আর্য শান্ত হোন। আপনি যখন তাঁর শোকে এরূপ অনুকম্পা প্রদর্শন করছেন, তখন মহাসেন-কন্যা পর-লোকগত হয়েও ইহলোকেই আছেন।
দেখুন –

কে কা'রে বাঁচাতে পারে মৃত্যুকাল এলে?
কে ধ'রে রাখিবে ঘটে রজ্জু ছিঁড়ে গেলে?
মানবের জীবন-ও বৃক্ষের মতন
সময়ে জনমে—হয় সময়ে পতন।

রাজা।— আর্য, এমন কথা বলবেন না—

মহাসেনদুহিতা-যে শিষ্যা মোর দেবী মোর
আছিলেন তিনি মোর প্রিয়া।
এও কি সম্ভব কভু তাঁহারে যাইব ভুলে
জন্ম হতে জন্মান্তরে গিয়া?

ধাত্রী।— মহারানী বলেছেন,—আমার বাসবদত্তা আজ আর নেই। কিন্তু আমার কাছে আর মহাসেনের কাছে আমাদের গোপালক আর পালক যেমন আদরের, তুমিও তেমনি। প্রথম থেকেই তোমাকে জামাতা করব এই অভিপ্রায় আমাদের ছিল। তাই তোমাকে উজ্জয়িনীতে আনিয়ে, অগ্নিসাক্ষী না-করেই আমাদের বাসবদত্তাকে তোমার হাতে সমর্পণ করেছিলেম —বীণাশিক্ষা ছিল একটা ছল মাত্র। তুমি অধৈর্য হয়ে, বিবাহ-মঙ্গল অসম্পন্ন রেখেই তাকে নিয়ে পালিয়ে গেলে।

তখন অনন্যোপায় হয়ে আমরা তোমার আর বাসবদত্তার দু-খানি চিত্র অঙ্কিত করিয়ে তাতেই তোমাদের পরিণয়-বিধি সম্পন্ন করেছিলেম। সেই পট দু-খানি তোমার কাছে পাঠাচ্ছি। এই দেখে শান্ত হও।

রাজা।— আহা, মা আমার কী স্নেহের কথাগুলি ব'লে পাঠিয়েছেন—তাঁর যেমন মন তারই উপযুক্ত এ-সকল কথা।

শত রাজ্যলাভ অপেক্ষাও এতে আমার
অধিকতর আনন্দ হচ্ছে।
আমি অপরাধ করেছি, তিনি কিন্তু
বাৎসল্য-দানে কৃপণতা করেননি।

পদ্মাবতী।— আর্যপুত্র, দিদি গুরুজন, তাঁকে ছবিতে দেখে প্রণাম করব।

ধাত্রী।— দেখো মা—দেখো।

[চিত্রফলক প্রদর্শন করলেন]

পদ্মাবতী।— [দেখে, মনে মনে]
কি রকম হলো—আবন্তিকা-দিদির সঙ্গে-যে বড্ড মিল রয়েছে এঁর!
[প্রকাশ ক'রে]
আর্যপুত্র, ছবিটি-কি ঠিক-ঠিক দিদির মতনই হয়েছে?

রাজা।— মতন নয়—মনে হচ্ছে এ-যেন তিনিই!
ওঃ

কোন্-প্রাণে এ-মুখমাধুরী বিরূপ করেছে হুতাশন
আহা, কেমনে বিনষ্ট হলো এঁর এই সুস্নিগ্ধ বরণ।

পদ্মাবতী।— আর্যপুত্রের ছবিখানি দেখি একবার। ওঁর ছবি দেখলে বুঝতে পারব যে এটিও ঠিক দিদির ছবি হয়েছে কি না।

ধাত্রী।— দেখো না মা—এই দেখো।

পদ্মাবতী।— [দেখে]
আর্যপুত্রের ছবিটি ঠিকই হয়েছে। এ-থেকে বুঝতে পারছি, এটিও অবিকল দিদিরই প্রতিমূর্তি।

রাজা।— দেবী, চিত্র দর্শনের পর প্রথমে মনে হলো তুমি অত্যন্ত হৃষ্ট হয়েছ, পরক্ষণেই আবার তোমাকে যেন উদ্বিগ্নমনা দেখাচ্ছে—কী হয়েছে?

পদ্মাবতী।— আর্যপুত্র, এই ছবির মতন দেখতে একজন এইখানেই থাকেন।

রাজা।— কী—বাসবদত্তার মতন ?

পদ্মাবতী।— হাঁ মহারাজ।

রাজা।— তা হলে তাঁকে নিয়ে এসো—শীঘ্র আনো।

পদ্মাবতী।— আর্যপুত্র, আমার যখন বিবাহ হয়নি, তখন একজন ব্রাহ্মণ তাঁর ভগ্নী ব'লে পরিচয় দিয়ে তাঁকে আমার নিকটে রেখে গেছেন। তাঁর স্বামী বিদেশে। প্রোষিত-ভর্তৃকা তিনি অন্য পুরুষের সম্মুখে বেরোন না। তা আর্যা তাঁকে দেখুন, তিনি এই ছবির মতন দেখতে কি-না।

রাজা।— তিনি যদি ব্রাহ্মণের ভগ্নী হন তবে তো এ-কথা স্পষ্ট,
তিনি বাসবদত্তা নন্—অন্য কেহ।
দুই ব্যক্তি তুল্যরূপ এ-তো প্রায়ই দেখা যায়।

প্রতিহারিণী।— [প্রবেশ ক'রে]
মহারাজের জয় হোক।
মহারাজ, উজ্জয়িনী থেকে একজন ব্রাহ্মণ এসে দুয়ারে উপস্থিত। তিনি বলছেন, রাজ-পত্নীর কাছে তাঁর ভগ্নীটিকে গচ্ছিত রেখে গিয়েছিলেন। এখন তাঁকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছেন।

রাজা।— পদ্মাবতী, ইনি সেই ব্রাহ্মণ না কি ?

পদ্মাবতী।— হতেও পারে।

রাজা।— অন্তঃপুরোচিত শিষ্টাচারের সঙ্গে তাঁকে অবিলম্বে নিয়ে এসো।

প্রতিহারিণী।— যে আজ্ঞা প্রভু।

[নিষ্ক্রান্ত হলো]

রাজা।— পদ্মাবতী, তুমিও তাঁকে আনো।

পদ্মাবতী।— যে আজ্ঞা আর্যপুত্র।

[নিষ্ক্রান্ত হলেন]

[তারপর ব্রাহ্মণবেশী যৌগন্ধরায়ণ প্রবেশ করলেন,
সঙ্গে প্রতিহারিণী]

যৌগন্ধরায়ণ।—[মনে মনে]
রাজমহিষীকে লুকিয়ে রেখেছিলেম
মহারাজের হিত-সাধনের ইচ্ছায়।
স্বেচ্ছাচারী হয়ে এ-কাজ করেছিলেম
ভবিষ্যতে মঙ্গল হবে—এই স্থির করেই।
কার্যসিদ্ধি হয়েছে বটে, কিন্তু এখন মহারাজ আমাকে কী
বলবেন, এই চিন্তায় মন বড়ো শঙ্কাকুল হচ্ছে।

প্রতিহারিণী।—আর্য, এদিকে—এদিকে আসুন।
ঐ-যে মহারাজ—যান, আপনি এগিয়ে যান।

যৌগন্ধরায়ণ।—[নিকটে অগ্রসর হয়ে]
জয় হোক আপনার—জয় হোক।

রাজা।— এ কণ্ঠস্বর যেন পূর্বশ্রুত!
ব্রাহ্মণ-ঠাকুর, আপনি কি আপনার ভগ্নীকে পদ্মাবতীর
কাছে গচ্ছিত রেখে গিয়েছিলেন?

যৌগন্ধরায়ণ।— হাঁ মহারাজ।

রাজা।— তা-হলে আনো—আনো তাঁকে। এঁর ভগ্নীটিকে
শীঘ্র নিয়ে এসো।

প্রতিহারিণী।— যে আদেশ প্রভু।

[নিষ্ক্রান্ত হলো]

[তারপর পদ্মাবতী ও আবন্তিকা প্রবেশ করলেন, সঙ্গে প্রতিহারিণী]

পদ্মাবতী।— দিদি আসুন—আসুন। আপনাকে একটি আনন্দ-সংবাদ দিচ্ছি।

আবন্তিকা।— কী—কী সংবাদ ?

পদ্মাবতী।— আপনার ভাই এসেছেন।

আবন্তিকা।— আমার ভাগ্য ভালো যে এখনও তিনি আমায় মনে ক'রে রেখেছেন।

পদ্মাবতী।— [রাজার নিকটে অগ্রসর হয়ে]
এই দেখুন আর্যপুত্র, ইনিই আমার কাছে গচ্ছিত আছেন।

রাজা।— পদ্মাবতী, দাও ওঁকে ফিরিয়ে দাও—
আচ্ছা, দাঁড়াও—দাঁড়াও।
ন্যস্ত-ধন সাক্ষী রেখে প্রত্যর্পণ করতে হয়।
এই-যে মাননীয় রৈভ্য—ইনি একজন।
আর, মাননীয়া ধাত্রীমাতা—উনি আর একজন।
এই দু-জনে মিলে ন্যায়পরিষৎ গঠিত হোক।
হাঁ, এইবার ফিরিয়ে দাও।

পদ্মাবতী।— আর্য, এই ইনি—এঁকে আপনি ফিরিয়ে নিন।

ধাত্রী।— [আবন্তিকাকে বিশেষ ভাবে দেখে]
ও মা—এ-যে আমাদের রাজকন্যা বাসবদত্তা !

রাজা।— কী—মহাসেনপুত্রী—? দেবী তুমি অন্তঃপুরে যাও—
পদ্মাবতীর সঙ্গে।

যৌগন্ধরায়ণ।—না, না—ভিতরে যাবেন কি? নিশ্চয় নয়। ইনি
আমার ভগ্নী।

রাজা।— কী বলছেন আপনি? ইনি হচ্ছেন মহাসেনপুত্রী।

যৌগন্ধরায়ণ।—মহারাজ—
ভরতবংশে জন্মগ্রহণ করেছেন আপনি।
আপনি জ্ঞানবান, সম্যক শিক্ষিত—অকলঙ্ক চরিত্র।
রাজধর্মোপদেষ্টা আপনার উচিত নয়
এঁকে বলপূর্বক হরণ করা।

রাজা।— আচ্ছা বেশ—দেখি তবে রূপসাদৃশ্য।
যবনিকা সঙ্কুচিত করো।

যৌগন্ধরায়ণ।—জয়তু জয়তু মহারাজ।

বাসবদত্তা।— জয় হোক আর্যপুত্রের।

রাজা।— এ কি—এ-যে যৌগন্ধরায়ণ!
আর ইনি - মহাসেনকন্যা!

একি স্বপ্ন, না এবার সত্য-সত্যই ওঁকে দেখছি?
সেই সময়ে প্রতারিত হয়েছিলেম, এই রকম
এঁকে দেখে।

যৌগন্ধরায়ণ।—স্বামিন্ দেবীকে অপসারিত ক'রে আমি অপরাধী।
আমাকে মার্জনা করুন।

[পদতলে পতিত হলেন]

রাজা।— [যৌগন্ধরায়ণকে উত্তোলন ক'রে]
না, না—তুমি-যে আমার সেই যৌগন্ধরায়ণ।

উন্মত্ততার ভান ক'রে, যুদ্ধ ক'রে, শাস্ত্রানুযায়ী মন্ত্রণা দিয়ে দৃঢ় যত্নের সঙ্গে তুমি আমাকে উদ্ধার করেছ বিষম বিপৎসাগর হতে।

যৌগন্ধরায়ণ।— আমরা প্রভুর সৌভাগ্য-দুর্ভাগ্যের অনুগামী।

পদ্মাবতী।— ও-মা, ইনি সত্যি-সত্যিই যে আমার দিদি। দিদি অজানতে সখীর মতো ব্যবহার ক'রে কত অমর্যাদা করেছি আপনার!

পায়ে মাথা রেখে প্রসাদ ভিক্ষা করছি দিদি।

[পদতলে পতিত হলেন]

বাসবদত্তা।— [পদ্মাবতীকে উত্তোলন ক'রে]
ওঠো, ওঠো অবিধবে—ওঠো।
অনুগ্রহ-আশ্রিত আমারই এই দেহটা তোমার নিকটে অপরাধী—তোমার কোনও অপরাধ নেই বোন।

পদ্মাবতী।— এ আপনার অনুগ্রহ দিদি।

রাজা।— সখা যৌগন্ধরায়ণ, দেবীকে অপসারিত ক'রে নিয়ে গিয়েছিলে কী উদ্দেশ্যে?

যৌগন্ধরায়ণ।— একমাত্র উদ্দেশ্য—কৌশাম্বী রক্ষা।

রাজা।— আচ্ছা, পদ্মাবতীর নিকটে গচ্ছিত রেখেছিলে কেন?

যৌগন্ধরায়ণ।— পুষ্পক, ভদ্রক আর অন্য-অন্য দৈবজ্ঞেরা ভবিষ্যৎ গণনা ক'রে বলেছিলেন যে উনি আপনার মহিষী হবেন।

রাজা।— এ-সকল কথা কি রুমণ্বানও জানত?

যৌগন্ধরায়ণ।— মহারাজ, সকলেই জানতেন।

রাজা।— রুমণ্বান দেখছি শঠের শিরোমণি!

যৌগন্ধরায়ণ।— স্বামিন্ দেবী বাসবদত্তার কুশল সংবাদ জানাবার জন্য মাননীয় রৈভ্য আর মাননীয়া ইনি আজই যাত্রা ক'রে উজ্জয়িনীতে ফিরে যান।

রাজা।— না না আমরা সকলেই যাব— দেবী পদ্মাবতীকে সঙ্গে নিয়ে।

যৌগন্ধরায়ণ।— যথা আজ্ঞা প্রভু।

[ভরত বাক্য]

সাগর পর্যন্ত এই পৃথিবী বিস্তার
হিমাচল বিন্ধ্যগিরি কর্ণের ভূষণ
একচ্ছত্র অধিপতি হইয়া তাহার
আমাদের রাজসিংহ করুন শাসন।

[সকলে নিষ্ক্রান্ত হলেন]

ইতি ষষ্ঠ অঙ্ক

॥ স্বপ্নবাসবদত্তা নাটক সমাপ্ত ॥

পরিশিষ্ট

এই নাটকে ব্যবহৃত কয়েকটি বিশেষ শব্দের অর্থ

স্থাপনা।— প্রস্তাবনা। নট নটী বা সূত্রধারের কথায় নাটকের অভিনেয় বিষয়ের অবতারণা। ভাস তাঁর সমস্ত রচনায় এই অংশকে স্থাপনা নাম দিয়েছেন। পরবর্তী কালের নাট্যকারেরা ইহাকেই প্রস্তাবনা বলেছেন। স্থাপনা আর প্রস্তাবনায় একটু প্রভেদ আছে।

প্রবেশক, মিশ্রবিষ্কম্ভক।—যা ঘটে গেছে আর যা পরে ঘটবে এই দুই বিষয়কে সংযুক্ত করা হয় যে অপ্রধান অভিনয়ের সাহায্যে। অভিনেতা অভিনেত্রীর ভূমিকার মর্যাদা অনুসারে নামের প্রভেদ হয়।

কৌতুক-মঙ্গল।—বিবাহের পূর্বে যে মঙ্গলসূত্র হাতে বাঁধা হয়। এটি মেষ-লোমে তৈরি হতো।

কৌতুক-মালা।— বিবাহের সময় যে মালা পরানো হয়।

মণিভূমি।— বিবাহের পূর্বে বরকে স্নান করানো হয় যে স্থানে।

সমুদ্রগৃহ।— ধারাযন্ত্র সংবলিত কোনো গৃহ। কেহ কেহ বলেন গ্রীষ্মের উষ্ণ দাহ হতে রক্ষা পাবার জন্যে বৃহৎ জলাশয়ের উপর নির্মিত আরাম-গৃহ।

চতুঃশাল।— চারদিকে ঘর আছে এমন একটা উঠান, অথবা চকমিলানো বাড়ী।

চক্রবাক।— হংস জাতীয় পাখি। চকা চকী। চক্রবাক-মিথুন অচঞ্চল দাম্পত্য প্রেমের আদর্শ ব'লে সংস্কৃত সাহিত্যে প্রসিদ্ধ।

সপ্তর্ষি।— অত্রি বশিষ্ঠ প্রভৃতি নাম দেওয়া সাতটি তারায় গঠিত প্রসিদ্ধ নক্ষত্রপুঞ্জ। ইহার একটি অংশের পাঁচটি তারাকে কাল্পনিক রেখায় গাঁথলে সেই রেখা কতকটা ধনুকের মতো বাঁকা দেখায়।

মনঃশিলা।— চলিত কথায় মনছাল। কমলালেবু রংয়ের এক প্রকার খনিজ পদার্থ।

কন্দুক।— খেলবার জন্যে সম্ভবত একটা গোলা। Ball.

কোণ।— বীণা কিংবা বীণার মতো তাঁতের বাদ্যযন্ত্র বাজাবার জন্যে স্থূল ছোটো কাঠি। এটি হাতীর দাঁত, পশুর শিং, কাঠ বা ধাতু দিয়ে তৈরি হতো। ইংরেজী নাম Plectrum. বেহালার ছড়ি বা সেতার বাজাবার মেজরাপ নয়।

বৈদেহী-পুত্র।— বৈদেহী সম্ভবত বিদেহরাজ-তনয়া, উদয়নের মাতা।

এ-কারের উচ্চারণ দুরকম। বিশুদ্ধ বা দীর্ঘ। বিকৃত বা হ্রস্ব। বিকৃত উচ্চারণ বোঝাবার জন্যে সাধারণত, ্যা, য়্যা, এ্যা অথবা অ্যা-র ব্যবহার হয়। এই বইয়ে, শব্দের আদিতে ব্যঞ্জনে-যুক্ত এ-কারকে বন্ধনীর মধ্যের হরফ [ে] দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করেছি। যেন আর যে এই দুটি শব্দের ছাপা দেখলে স্পষ্ট হবে। অযুক্ত এ-র দুরকম উচ্চারণ বোঝানো সম্ভব হয় নি। হ্যাঁ-কেও রাখতে হয়েছে।